গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র বাস্তবায়ন নির্দেশিকা

সমাজসেবা অধিদফতর
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
সামাজিক নিরাপত্তা শাখা
www.msw.gov.bd

নং- ৪১.০০.০০০০.০৪৩.০৬.০০৪.১৭-৩৯

তারিখঃ ১০ মাঘ ১৪২৫ / ২৩ জানুয়ারী ২০১৯

বিষয় ঃ শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র বাস্তবায়ন নির্দেশিকা অনুমোদন।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে অনুমোদিত শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র বাস্তবায়ন নির্দেশিকা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্তি ঃ বর্ণনামতে।

স্বাক্ষরিত/-
২৩/০১/২০১৯
(শেখ রবিউল ইসলাম)
সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৯৫৪০১৬৯
E-mail: sss@msw.gov.bd

মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদফতর
আগারগাঁও, ঢাকা।

সদয় জ্ঞাতার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ
০১। সচিবের একান্ত সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০২। অতিরিক্ত সচিব (কার্যক্রম) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজসেবা অধিদফতর
সমাজসেবা ভবন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

নং- ৪১.০১.০০০০.০৮৩.৯৯.০০১.১৮.৩১

তারিখঃ ২৩ ফাল্গুন ১৪২৫ / ০৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৯

পরিপত্র

বিষয় ঃ শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র বাস্তবায়ন নির্দেশিকা অনুসরণ।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীণ সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র'র বাস্তবায়ন নির্দেশিকা সমাজকল্যাণ মন্ত্রাণালয়ের ২৩ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখের ৪১.০০.০০০০.০৪৩.০৬.০০৪.১৭.৩৯ সংখ্যক স্মারক পত্র যোগে অনুমোদিত হয়েছে।

০২। শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এখন থেকে এ বাস্তবায়ন নির্দেশিকা যথাযথভাবে অনুসরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

০৩। ইতোপূর্বে শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমাজকল্যাণ মন্ত্রাণালয় ও সমাজসেবা অধিদফতর হতে যে সকল পরিপত্র ও নির্দেশনা জারি করা হয়েছে এবং যা নির্দেশিকায় অর্ন্তভুক্ত হয়নি অথচ জনস্বার্থে অপরিহার্য বলে প্রতিয়মান, সে সকল পরিপত্র ও নির্দেশনা শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালনার স্বার্থে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যুগপৎ বলবৎ থাকবে।

স্বাক্ষরিত/-
০৫/০২/২০১৯
(গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির)
মহাপরিচালক

বিতরণঃ সদয় জ্ঞাতার্থে
১. সিনিয়র সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

কার্যার্থেঃ
১. বিভাগীয় কমিশনার, ---------------------------- ।
২. পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ/প্রতিষ্ঠান/কার্যক্রম, সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।
৩. বিভাগীয় পরিচালক, ---------------------------- (সকল)।
৪. জেলা প্রশাসক, -------------------------------- ।
৫. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, -------------------------- ।
৬. উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, --------------------- ।
৭. উপপ্রকল্প পরিচালক, শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষন ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, ---------- (সকল)।

সূচিপত্র

ক্রম নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.০	পটভূমি	১
২.০	শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৩
৩.০	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	৩
৪.০	কার্যক্রম বাস্তবায়ন কৌশল	৩
৫.০	শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কর্মএলাকা	৬
৬.০	শিশুর সংজ্ঞা	৬
৭.০	কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া	৭
৮.০	কেন্দ্রে অবস্থানের মেয়াদ	৮
৯.০	শিশু ভর্তি প্রক্রিয়া	৮
১০.০	কেন্দ্রসমূহের সেবার ধরণ	১০
১১.০	পুনঃএকীকরণ ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া	১৫
১২.০	আর্থিক ব্যবস্থাপনা	১৬
১৩.০	ক্রয় পরিকল্পনা ও কার্যক্রম	১৭
১৪.০	প্রশিক্ষণ	১৮
১৫.০	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	১৮
১৬.০	শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র বাস্তবায়নের জন্য গঠিত কমিটি	১৯
১৭.০	বাস্তবায়ন নির্দেশিকা সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের ক্ষমতা	২২
	সংযোজনীসমূহ ঃ	
সংযোজনী-১	কর্মচারিদের কর্মপরিধি	২৪
সংযোজনী-২	কেন্দ্রসমূহের জন্য অবশ্যকরণীয় আচরণবিধি	৩০
সংযোজনী-৩	কেইস নথির জন্য ব্যবহৃত ফরমসমূহ	৩২
সংযোজনী-৪	মাসিক প্রতিবেদন সংক্রান্ত ফরমেটসমূহ	৪৭
সংযোজনী-৫	কেন্দ্রে ব্যবহৃত রেজিষ্টারসমূহ	৫২
সংযোজনী-৬	শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট জারিকৃত পরিপত্র ও অফিস আদেশসমূহ	৫৫ - ৬০

১.০: পটভূমি:

১.১: সরকারের জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে দেশের সকল দরিদ্র ও অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত জনগণের জন্য একটি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাধ্যমে দেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত করা। এ লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সরকারের শিশুবান্ধব নীতি এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতা প্রসারের লক্ষ্যে সুবিধাবঞ্চিত ও ঝুঁকিতে থাকা বিপন্ন শিশুদের সুরক্ষা ও তাৎক্ষণিক সেবা প্রদানের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক (আইডিএ ক্রেডিট) সহায়তায় ২০০৯ সালে ডিজএ্যাবিলিটি অ্যান্ড চিলড্রেন এ্যাট রিস্ক (DCAR) শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করে। জুন ২০১৬ তে DCAR প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়। DCAR প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতায়ন, প্রতিবন্ধী সেবাসমূহের প্রসার, সচেতনতা বাড়ানো ও দক্ষতা বৃদ্ধি, ঝুঁকিতে থাকা শিশুদের সেবাদানকারী নেটওয়ার্ক শক্তিশালীকরণ ও এর সম্প্রসারণ এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও সমাজসেবা অধিদফতরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি।

১.২: 'ডিজএ্যাবিলিটি অ্যান্ড চিলড্রেন এ্যাট রিস্ক' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ডিজএ্যাবিলিটি বিষয়ক কার্যক্রম জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক এবং ঝুঁকিতে থাকা শিশু বিষয়ক কার্যক্রম 'সার্ভিসেস ফর চিলড্রেন এ্যাট রিস্ক (SCAR) নামে সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত হয়েছে। SCAR প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল ঝুঁকিতে থাকা শিশুদের সুরক্ষার জন্য আশ্রয় ও প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করে পরিবার বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে তাদের পুনঃএকীকরণ/পুনর্বাসন নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে দেশের ৭টি বিভাগীয় শহরে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর) ৭ টি ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড প্রটেকশন সার্ভিস (ICPS) সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে ২০১২ সাল থেকে প্রকল্পের বাস্তব কার্যক্রম শুরু হয়।

১.৩: প্রকল্পের সেবার পরিধি বিস্তৃত করার লক্ষ্যে ২০১৪ সালে সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনায় প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি এবং কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, কক্সবাজার ও বরগুনা জেলায় ৪ টি নতুন কেন্দ্রের সংস্থান করা হয়। এছাড়া ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড প্রটেকশন সার্ভিস (ICPS) সেন্টারের নাম জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল এর নামানুসারে শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (শেখ রাসেল ট্রেনিং এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার ফর দি চিলড্রেন এ্যাট রিস্ক) করা হয়।

১.৪: প্রকল্পভুক্ত ১১ টি কেন্দ্রের প্রতিটিতে ছেলে ও মেয়ে শিশুর জন্য পৃথক ভবনে ১০০ ছেলে শিশু ও ১০০ মেয়ে শিশুর আবাসন সুবিধা রয়েছে। ০৬ থেকে অনুর্ধ্ব ১৮ বছরের পথ শিশু, শিশু শ্রমিক, মাতাপিতা বা অভিভাবকের স্নেহবঞ্চিত, গৃহকর্মে নিয়োজিত, পাচার থেকে উদ্ধার, হারিয়ে যাওয়া, নির্যাতনের শিকার হয়ে ঝুঁকিতে থাকা শিশুদের শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে প্রাথমিকভাবে সর্বোচ্চ ০৬ (ছয়) মাস আশ্রয় এবং প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হয়। বিশেষ ক্ষেত্রে কোন কোন শিশুর কেন্দ্রে অবস্থানের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। কেন্দ্রগুলো শিশুদের সার্বক্ষনিক আশ্রয় প্রদানের পাশাপাশি দিবাকালীন/রাত্রিকালীন সেবা প্রদান করে। প্রতিটি কেন্দ্রে আবাসন সুবিধাসহ খাদ্য, প্রয়োজনীয় পোষাক, স্বাস্থ্যসেবা, মনো-সামাজিক সহায়তা, জীবন দক্ষতা উন্নয়ন, শিক্ষা (আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক) ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সক্ষমতার ভিত্তিতে কেন্দ্রে অবস্থানরত শিশুদের আনুষ্ঠানিক বা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা হয়। স্থানীয় চাহিদা নিরূপণ করে ১৪ বছর উর্ধ্ব শিশুকে আগ্রহ ও সক্ষমতার ভিত্তিতে বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক ঝুঁকিবিহীন কাজে নিয়োজিত করা হয়। ঢাকাস্থ প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের তত্ত্বাবধানে কেন্দ্রসমূহের সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়।

১.৫: SCAR প্রকল্পের আওতায় সমন্বিত Web-based Management Information System (MIS) তৈরি করা হয়েছে যার মাধ্যমে সমাজসেবা অধিদফতরের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন প্রকার ভাতাভোগীর জন্য Database Software প্রস্তুত করা হয়েছে।

১.৬: ঝুঁকিতে থাকা বিপন্ন শিশুদের সুরক্ষার জন্য সমাজসেবা অধিদফতরের এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রকল্প। সরকারের শিশু বান্ধব কার্যক্রমের অংশ হিসেবে স্থাপিত শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের সেবা প্রদান কার্যক্রম ইতোমধ্যে তৃণমূল পর্যায়ে গণমানুষের মাঝে ব্যাপক চাহিদা ও সচেতনতা সৃষ্টি করেছে। এছাড়া জনপ্রতিনিধিসহ বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিশু সংগঠনের সাথে শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কার্যক্রমের সম্পৃক্ততাও প্রনিধানযোগ্য।

১.৭: "একটি শিশুও রাস্তায় ঘুমাবে না, একটি শিশুও এভাবে মানবেতর জীবনযাপন করবে না" মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র এ মহতী নির্দেশনা বাস্তবায়নে এবং সুবিধাবঞ্চিত ও বিপন্ন শিশুদের সুরক্ষাকল্পে শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। দেশের ঝুঁকিতে থাকা বিপন্ন পথ শিশুদের সমাজের মূল ধারাতে অর্ন্তভুক্তকরণ ও শিশু অধিকার নিশ্চিতকল্পে শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহের সেবা কার্যক্রম চলমান রাখা এবং দেশের সকল জেলায় এ কার্যক্রম সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

১.৮: সার্ভিসেস ফর চিলড্রেন এ্যাট রিস্ক (স্কার) শীর্ষক প্রকল্পটি সমাপ্তির পর ১১টি শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের নিবাসী শিশুদের আশ্রয় ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে সাহায্য মঞ্জুরি খাত হতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ প্রদান করে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ব্যয় সীমার মধ্যে কেন্দ্রসমূহের কার্যক্রম চলমান রাখা সংক্রান্ত সার-সংক্ষেপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সানুগ্রহ অনুমোদন করেন। যার ধারাবাহিকতায় বর্তমানে সরকারের আবর্তক অনুদান খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের মাধ্যমে কেন্দ্রসমূহের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

১.৯: সেবার পরিধি বিস্তৃত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ময়মনসিংহ বিভাগের জামালপুর এবং শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় বিদ্যমান জনবল দ্বারা নতুন কেন্দ্রের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। অনুরূপভাবে আরো নতুন কেন্দ্র স্থাপনে সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত রয়েছে। এক্ষণে, চলমান কেন্দ্রসমূহ এবং স্থাপিতব্য নতুন কেন্দ্রের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এ প্রেক্ষিতে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ঝুঁকিতে থাকা বিপন্ন শিশুদের জরুরি সেবা প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়নে চলমান এবং স্থাপিতব্য কেন্দ্রসমূহের জন্য একটি যুগোপযোগী নির্দেশিকা প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

২.০: শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- লক্ষ্যভুক্ত শিশুদের জন্য শিশু সুরক্ষা সেবা সহজলভ্য করা;
- শিশু অধিকার, মৌলিক প্রয়োজনীয়তা, পুনঃএকীকরণ ও পুনর্বাসন নিশ্চিতকরণে সরাসরি বা সমাজসেবা অধিদফতর বা অন্যকোন বিভাগ দ্বারা পরিচালিত শিশু সুরক্ষা সেবার সাথে সংযোগ রক্ষা করা;
- শিশুর কেইস বিশ্লেষন, পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা সেবাসমূহ অধিক কার্যকরী ও শক্তিশালী করা ;
- ঝুঁকি নিরসনের জন্য পরিবারে শিশুদের পুনঃএকীকরণ অথবা বিকল্প উপায় উদ্ভাবন ও সমাজভিত্তিক পরিচর্যার ব্যবস্থা করা।

৩.০: বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ:

৩.১ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সমাজসেবা অধিদফতর এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে। এ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সমাজসেবা অধিদফতরস্থ কর্মসূচি বাস্তবায়ন ইউনিট এবং শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে বিদ্যমান জনবলের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে।

৩.২ শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর তদারকি ও নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করবেন। কর্মসূচি বাস্তবায়ন ইউনিটের প্রধান হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করবেন কর্মসূচি পরিচালক। কেন্দ্রসমূহের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি, কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটি, জেলা স্টিয়ারিং কমিটি এবং কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএমসি) থাকবে।

৪.০: কার্যক্রম বাস্তবায়ন কৌশল :

৪.১: শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র বিশেষায়িত সেবা প্রতিষ্ঠান বিধায় এর সার্বিক কার্যক্রম প্রকল্পের অধীন নিয়োগকৃত নিম্নবর্ণিত পদধারী জনবলের মাধ্যমে পরিচালিত হবে:

ক্র: নং	পদবী	অনুমোদিত পদ
১	কর্মসূচি পরিচালক (যুগ্মসচিব/উপসচিব, প্রেষণে নিয়োগ)	০১
২	উপপ্রকল্প পরিচালক	১১
৩	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১
৪	ডেভেলপমেন্ট এসিস্ট্যান্ট	০১
৫	অফিস এসিস্ট্যান্ট	০২
৬	এডমিনিসট্রেটিভ এসিস্ট্যান্ট	০১
৭	প্রকিউরমেন্ট এসিস্ট্যান্ট	০১
৮	ড্রাইভার	০৪
৯	এডুকেটর	৪৪
১০	কেইস ম্যানেজার	২২
১১	ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টর	২২
১২	সাইকোলজিস্ট/কাউন্সেলর	২২

১৩	ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কাম হেল্পলাইন কোঅর্ডিনেটর	১১
১৪	সোশ্যাল ওয়ার্কার কাম প্যারা কাউন্সেলর	৩৩
১৫	লাইফস্কিল ট্রেইনার কাম জব প্লেসমেন্ট অফিসার	২২
১৬	কেয়ার গিভার	২২
১৭	প্যারামেডিক্স	২২
১৮	আউটরিচ ওয়ার্কার	২২
১৯	হাউজ মাদার/ব্রাদার	২২
	(ক) মোট	২৮৬
আউটসোর্সড জনবল/দৈনিক মজুরি ভিত্তিক শ্রমিক		
২০	সিকিউরিটি গার্ড	৪৪
২১	কুক	২২
২২	সহকারী কুক	২২
২৩	আয়া/খানসামা	২২
২৪	এমএলএসএস	২
২৫	ক্লিনার	১
	(খ) মোট	১১৩
	সর্বমোট (ক+খ)	৩৯৯

৪.২: মামলা/বিশেষ কোন কারণে আউট সোর্সড জনবল নিয়োগ করা সম্ভব না হলে কেন্দ্র ভিত্তিক দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে ন্যূনতম শ্রমিকের মাধ্যমে অত্যাবশ্যকীয় সেবা কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

৪.৩: শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে কর্মরত জনবলের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিস্তারিতভাবে সংযোজনী -১ এ সংযুক্ত। উল্লেখ্য, কেন্দ্রসমূহ বিশেষায়িত আবাসিক সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান হওয়ায় সাপ্তাহিক ছুটি শুক্রবার ও শনিবার সেবা কার্যক্রম চালু থাকবে বিধায় সকল জনবলকে রোস্টারভিত্তিক দায়িত্ব পালন করতে হবে। হাউজ ব্রাদার/মাদার সাপ্তাহিক ছুটির দিন দায়িত্বপালন করবেন, তবে সপ্তাহের অন্য যে কোন একদিন তিনি ছুটি প্রাপ্য হবেন। কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রনকারী কর্মকর্তা (উপপ্রকল্প পরিচালক) দায়িত্ব বন্টনের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব সমতা রক্ষা করবেন।

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

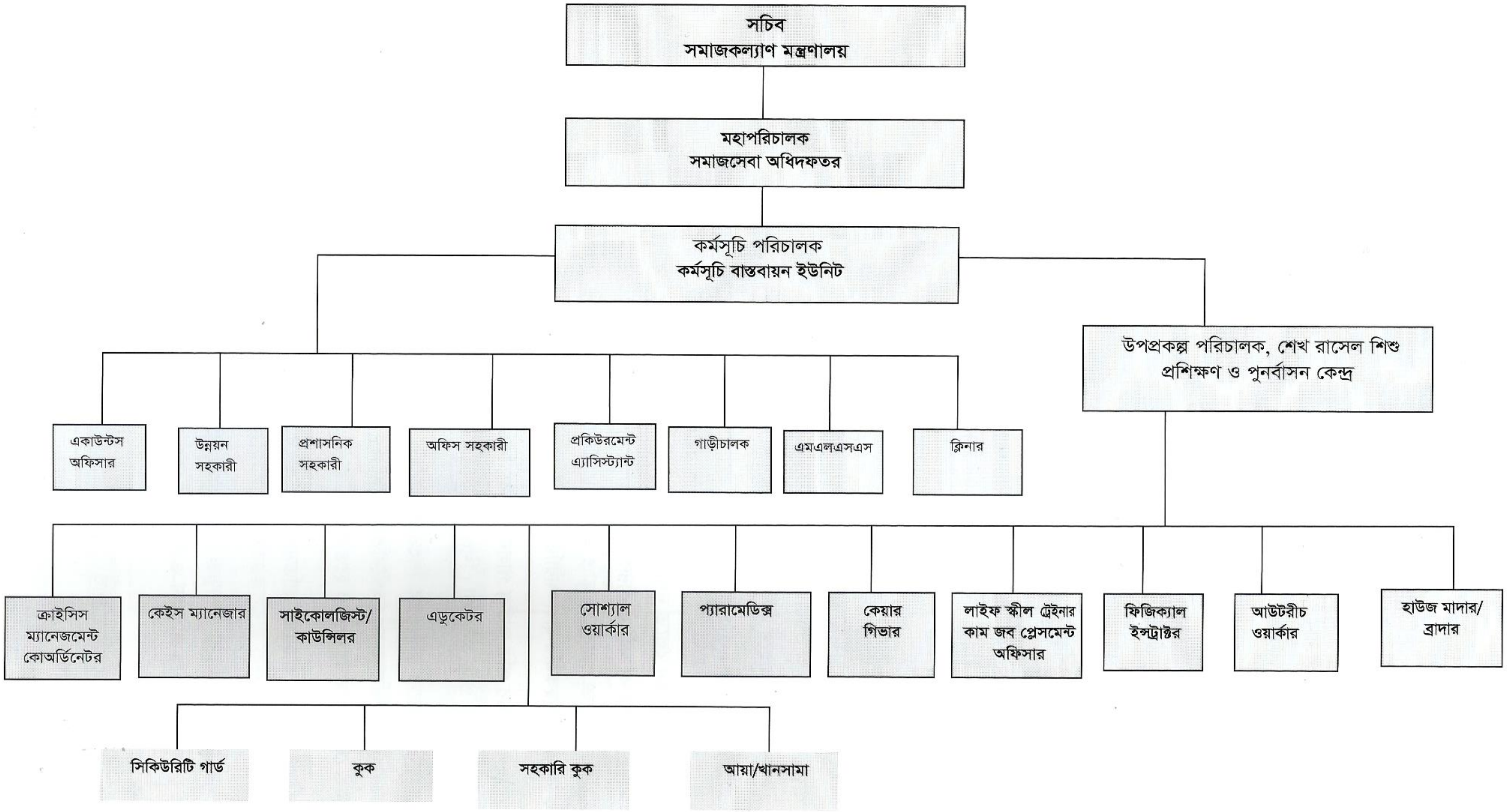
সচিব
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদফতর
কর্মসূচি পরিচালক
কর্মসূচি বাস্তবায়ন ইউনিট
উপপ্রকল্প পরিচালক, শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র
একাউন্টস অফিসার
উন্নয়ন সহকারী
প্রশাসনিক সহকারী
অফিস সহকারী
প্রকিউরমেন্ট এ্যাসিস্ট্যান্ট
গাড়ীচালক
এমএলএসএস
ক্লিনার
ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কোঅর্ডিনেটর
কেইস ম্যানেজার
সাইকোলজিস্ট/ কাউন্সিলর
এডুকেটর
সোশ্যাল ওয়ার্কার
প্যারামেডিক্স
কেয়ার গিভার
লাইফ স্কীল ট্রেইনার কাম জব প্লেসমেন্ট অফিসার
ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টর
আউটরীচ ওয়ার্কার
হাউজ মাদার/ ব্রাদার
সিকিউরিটি গার্ড
কুক
সহকারি কুক
আয়া/খানসামা

৫.০: শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কর্মএলাকা:

শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কর্মএলাকা সমগ্র বাংলাদেশ। বর্তমানে গাজীপুর, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, বরগুনা, কক্সবাজার, জামালপুর জেলা এবং শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় কেন্দ্রের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সেবার পরিধি বিস্তৃত করার লক্ষ্যে আরো নতুন কেন্দ্র স্থাপনে সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রে ১০০ জন ছেলে শিশু ও ১০০ জন মেয়ে শিশুর আবাসন সুবিধা রয়েছে। মেয়ে ও ছেলে শিশুদের জন্য পৃথক ভবনে আবাসনের ব্যবস্থা রয়েছে।

৬.০: শিশুর সংজ্ঞা:

জাতীয় শিশু আইন ২০১৩ এর ধারা-৪ অনুযায়ী -"বিদ্যমান অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অনুর্ধ্ব ১৮ (আঠারো) বছর পর্যন্ত সকল ব্যক্তি শিশু হিসেবে গণ্য হইবে।"

৬.১: শিশু সুরক্ষামূলক কাজের ক্ষেত্রে সুরক্ষা সম্পর্কে (হুমকি, সহিংসতা, অসহায়ত্ব ইত্যাদি) ধারণা থাকলে হুমকি প্রতিরোধ ও মোকাবেলায় পরিবার, সমাজ ও অন্যান্যরা সঠিকভাবে ঝুঁকি নির্ণয় ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হবে। সাত ধরণের জটিল হুমকি/আসন্ন বিপদ থেকে শিশুদের সুরক্ষা প্রয়োজন:

- শারীরিক ক্ষতি;
- শোষণ এবং সহিংসতা;
- মনোসামাজিক চাপ;
- পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা;
- যে কোন ধরনের নির্যাতন;
- স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে অভিগম্যতার সুযোগ না থাকা;
- মানসম্মত শিক্ষা গ্রহণে অভিগম্যতার সুযোগ না থাকা।

নির্যাতন, অবহেলা, শোষণ এবং সংঘাতের শিকার হয়ে ক্ষতিগ্রস্থ শিশু ঝুঁকিতে পড়ে বা বিপন্ন হয়।

৬.১.১: নির্যাতন : নির্যাতন বলতে নৃশংস বা নিষ্ঠুর অথবা নির্দয় আচরণকে বোঝায় যা শিশুর নিরাপত্তা, কল্যাণ, মর্যাদা এবং বিকাশকে বাধাগ্রস্থ করে বা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শৃঙ্খলার জন্য, কর্তৃত্বের জন্য, আর্থিক প্রয়োজনে, কোন কোন ক্ষেত্রে শিশুর নিজের সম্মতিতে অথবা সংস্কৃতি বা ধর্মীয় অনুশাসনের অজুহাতে শিশু তার তত্ত্বাবধায়ক, মাতাপিতা, আইনগত অভিভাবক বা আয়া, গৃহকর্মীর দ্বারা শারীরিক, আবেগীয় বা মানসিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়।

৬.১.২: অবহেলা: শিশুর প্রতি কর্তব্য পালন না করা, শিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এবং শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের অধিকার প্রদানে ব্যর্থতাই শিশুর প্রতি অবহেলা। শিশু সাধারণতঃ শারীরিক ও আবেগীয় অবহেলার শিকার হয়ে থাকে।

৬.১.৩: শোষণ: যেখানে কোনভাবে শিশুর পারিশ্রমিক প্রাপ্তির সংশ্লিষ্টতা থাকে এবং সেখানে কোন ব্যক্তি নিজের স্বার্থে শিশুকে ব্যবহার করে বিভিন্নভাবে (অর্থনৈতিক, সামাজিক বা রাজনৈতিকভাবে) লাভবান হয় তাকে শোষণ বলে। মূলতঃ শিশু **অর্থনৈতিক ও যৌন** শোষণের শিকার হতে পারে।

৬.১.৪: সহিংস বা হিংস্র আচরণ: জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের ১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শিশুর প্রতি সহিংসতা হচ্ছে "যে কোন ধরনের শারীরিক অথবা মানসিক সহিংসতা, আঘাত, অবহেলা, দুর্ব্যবহার, শোষণসহ যৌন নির্যাতন"।

৬.২: কেন্দ্রের উপকারভোগী বা লক্ষ্যভুক্ত শিশু: শিশুর সংজ্ঞা অনুযায়ী ০৬ থেকে অনুর্ধ্ব ১৮ বছরের সকল সুবিধাবঞ্চিত ও বিপন্ন শিশু শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের উপকারভোগী বা লক্ষ্যভুক্ত শিশু।

- পথ শিশু
- গৃহ কর্মে নিয়োজিত শিশু
- কর্মজীবী শিশু
- শ্রমে নিয়োজিত শিশু

- পিতামাতাহীন/পিতা বা মাতাহীন/পিতামাতার যত্ন ও তত্ত্বাবধানহীন (পিতার অন্যত্র বিবাহ, মাতার অন্যত্র বিবাহ, সৎ মায়ের নির্যাতনের শিকার, পরিত্যক্ত শিশু ইত্যাদি)।
- বাল্যবিবাহের শিকার ও বাল্যবিবাহ বন্ধ হবার কারণে নির্যাতনের শিকার।
- পাচার হতে পালিয়ে রক্ষা পাওয়া ও পাচার হতে উদ্ধারকৃত।
- হারিয়ে যাওয়া (হারানো) বা পালিয়ে আসা।
- অন্য কোন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রেরিত।
- পিতা অথবা মাতা আইনি দ্বন্দ্বে জড়িত হলে অথবা কারাগারে থাকলে নিরাপত্তার স্বার্থে শিশু কেন্দ্রের সেবার আওতায় আসতে পারে।

৭.০: কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া:

প্রতিটি শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র লক্ষ্যভুক্ত সকল শিশুর জন্য উন্মুক্ত থাকবে যাতে সুবিধাবঞ্চিত ও বিপন্ন যে কোন শিশু সহজে কেন্দ্রের সেবা গ্রহণ করতে পারে।

কেন্দ্রের প্রক্রিয়াগত কাঠামো

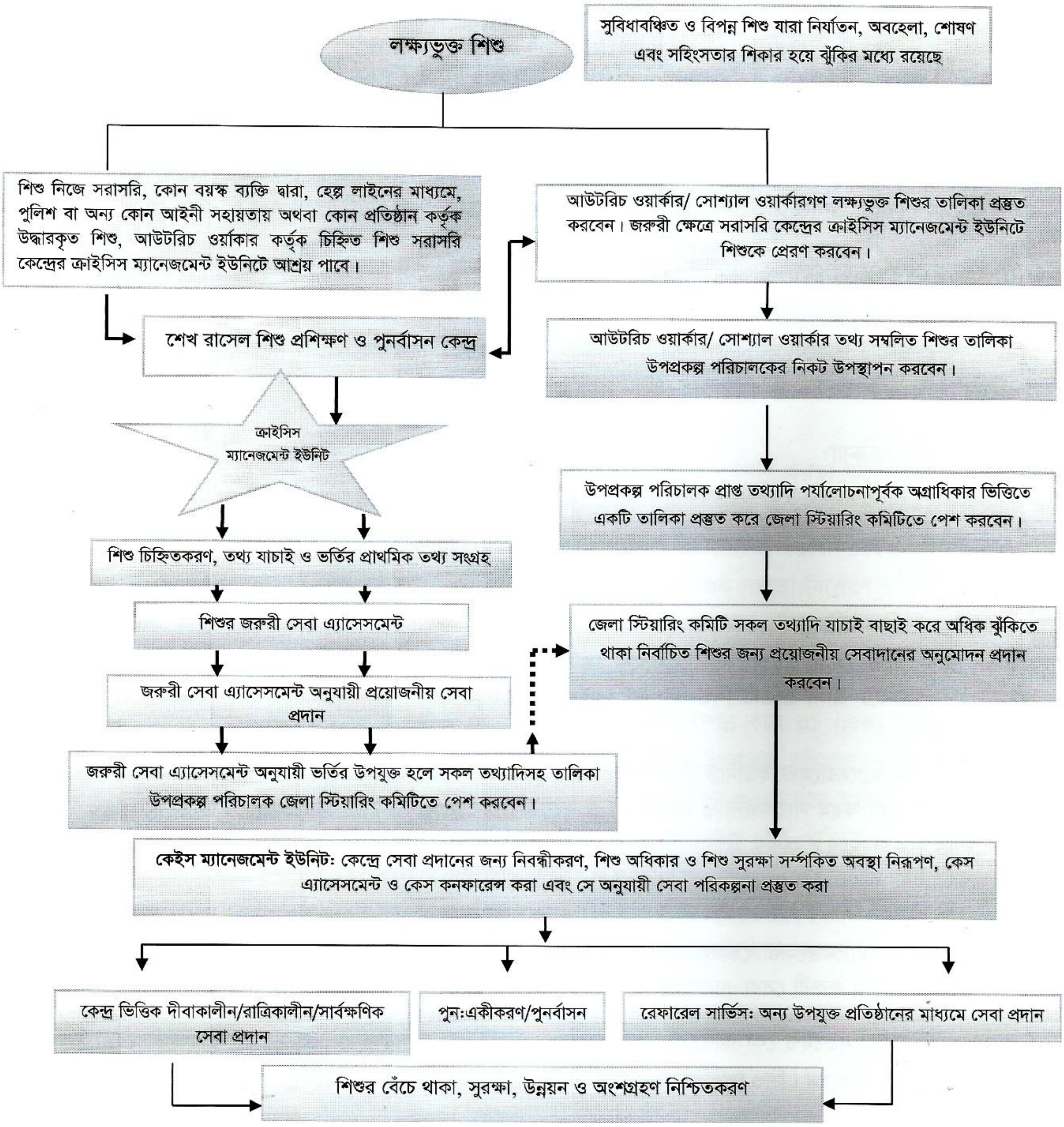

৭.১: শিশু চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া: লক্ষ্যভুক্ত শিশু চিহ্নিত করে কার্যক্রমের আওতাভুক্ত করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সেবা প্রদান করে ঝুঁকির মাত্রা কমিয়ে পুণঃএকীকরণ/পুনর্বাসনে কেন্দ্রসমূহ কাজ করবে। প্রধানতঃ দু'টি প্রক্রিয়ায় ঝুঁকিতে থাকা শিশু চিহ্নিত করা হবে। সরাসরি শিশু চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া এবং মাঠ পর্যায় হতে চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া।

৭.১.১: সরাসরি আসা শিশু চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া: কেন্দ্রের ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের সহায়তা পাবার জন্য -

- ❖ শিশু নিজে সরাসরি আসতে পারবে ।
- ❖ কোন বয়স্ক ব্যক্তি সুবিধাবঞ্চিত ও বিপন্ন কোন শিশুকে পেয়ে থাকলে সরাসরি কেন্দ্রে নিয়ে আসতে পারবেন।
- ❖ মোবাইল বা টেলিফোনের মাধ্যমে শিশু নিজে বা অন্যের সহায়তায় সরাসরি আসতে পারবে।
- ❖ পুলিশ বা অন্য কোন আইনী সহায়তায় অথবা কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ধারকৃত শিশু সরাসরি আসতে পারবে।
- ❖ আউটরিচ ওয়ার্কার কর্তৃক চিহ্নিত শিশু সরাসরি কেন্দ্রে আসতে পারবে।

৭.১.২: মাঠ পর্যায় হতে চিহ্নিত শিশু: আউটরিচ ওয়ার্কার/সমাজকর্মীগণ সুবিধাবঞ্চিত ও বিপন্ন শিশু চিহ্নিত করে একটি প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করবেন। অধিক ঝুঁকিতে থাকা শিশু জরুরী বিবেচনায় উপপ্রকল্প পরিচালককে অবহিত করে কেন্দ্রের ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট ইউনিটে সরাসরি প্রেরণ করা যাবে।

৭.১.৩: সোশ্যাল ওয়ার্কার ও আউটরিচ ওয়ার্কার শিশুর প্রাথমিক তথ্যাদিসহ তালিকা উপপ্রকল্প পরিচালকের নিকট উপস্থাপন করবেন। উপপ্রকল্প পরিচালক প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যালোচনাপূর্বক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে একটি তালিকা প্রস্তুত করবেন। এ তালিকা জেলা স্টিয়ারিং কমিটিতে পেশ করতে হবে। জেলা স্টিয়ারিং কমিটি সকল তথ্যাদির যাচাই বাছাই করে প্রকৃত সুবিধাবঞ্চিত ও বিপন্ন শিশু নির্বাচন করে চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়ন করবেন এবং নির্বাচিত শিশুদের প্রয়োজনীয় সেবাদানের জন্য অনুমোদন প্রদান করবেন। কেন্দ্রে আগত শিশুর নিজ জেলা বিবেচনায় সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রে নিবন্ধনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮.০: কেন্দ্রে অবস্থানের মেয়াদ:

কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক সেবা প্রদান করা হবে। সেবাপ্রদানের মেয়াদকাল সর্বোচ্চ ০২ (দুই) বছর। এ সময়ের মধ্যে নিবন্ধিত প্রতিটি শিশুকে পুনঃএকীকরণ বা পুনর্বাসন করতে হবে। তবে প্রয়োজনের নিরিখে জেলা স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে শিশুর কেন্দ্রে অবস্থানের মেয়াদ সর্বোচ্চ আরো ০১ (এক) বছর বৃদ্ধি করা যাবে।

৯.০: শিশু ভর্তি প্রক্রিয়া:

৯.১: ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট ইউনিট: প্রতিটি কেন্দ্রে একটি ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট ইউনিট থাকবে। উপপ্রকল্প পরিচালকের নেতৃত্বে এই ইউনিট পরিচালিত হবে। মেয়ে শিশুদের নিরাপত্তা বিবেচনা করে ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট ইউনিট বালক কেন্দ্রে স্থাপন করা হবে।

৯.২: ভর্তির প্রাথমিক প্রক্রিয়া:

৯.২.১: কেন্দ্র হতে সেবা গ্রহণের জন্য শিশুকে ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট ইউনিটে তালিকাভুক্ত হতে হবে। ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট ইউনিটে আসা প্রতিটি শিশু আলাদা কেইস হিসেবে বিবেচিত হবে। প্রত্যেক শিশুর বিপরীতে একটি কেইস নম্বর দেয়া হবে।

৯.২.২: ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট ইউনিটে শিশু ভর্তির প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করবেন ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কোঅর্ডিনেটর। ভর্তির প্রাথমিক তথ্য ফরম সংযোজনী-৩ (ফরম-১) এ সংযুক্ত। কেন্দ্রে আগত শিশু ভর্তির জন্য উপযুক্ত মনে হলে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। ভর্তির উপযুক্ততা প্রমাণিত না হলে শিশুটিকে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের পর উপযুক্ত স্থানে (অভিভাবক/সেবা প্রতিষ্ঠান/হাসপাতাল) পাঠানো হবে। শিশু ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট ইউনিটে আসার ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে শিশুটি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে হবে।

৯.২.৩: ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কো-অর্ডিনেটর/দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মচারি, সাইকোলজিস্ট ও প্যারামেডিক্স জরুরী সেবা এ্যাসেসমেন্ট করবেন। জরুরী সেবা এ্যাসেসমেন্ট ফরম সংযোজনী-৩ (ফরম-৩) এ সংযুক্ত।

৯.২.৪: ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কো-অর্ডিনেটর/দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মচারি শিশু অধিকার ও শিশু সুরক্ষা সম্পর্কিত অবস্থা নির্ণয়সহ ঝুঁকির মাত্রা নিরূপণ করবেন। শিশু অধিকার সম্পর্কিত অবস্থা ফরম সংযোজনী-৩ (ফরম-২) এ সংযুক্ত ।

৯.২.৫: জরুরী সেবা এ্যাসেসমেন্ট এবং শিশু অধিকার সম্পর্কিত অবস্থা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সেবাদানের জন্য ভর্তি বিবেচিত শিশুর তথ্য সম্বলিত তালিকা উপপ্রকল্প পরিচালকের নিকট উপস্থাপন করতে হবে। উপপ্রকল্প পরিচালক শিশুর তথ্যাদি পর্যালোচনাপূর্বক জেলা স্টিয়ারিং কমিটির অনুমোদনের জন্য প্রেরন করবেন।

৯.২.৬: জেলা স্টিয়ারিং কমিটির অনুমোদন প্রাপ্তির পর ঝুঁকিতে থাকা শিশু কেন্দ্রের কেইস ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের সেবার আওতাভুক্ত হবে।

৯.৩: কেইস ম্যানেজমেন্ট ইউনিট : কেইস ম্যানেজমেন্ট ইউনিট কেন্দ্রের অন্যতম প্রধান ইউনিট যা একজন কেইস ম্যানেজার কর্তৃক পরিচালিত হবে। কেইস ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের প্রধান কাজ হবে জেলা স্টিয়ারিং কমিটির অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে সকল শিশুকে নিবন্ধন করা, কেইস এ্যাসেসমেন্ট পরিচালনা, কেইস কনফারেন্স আয়োজন এবং কেইস কনফারেন্স রিপোর্ট তৈরি করা (সংযোজনী-৩ এ কেইস কনফারেন্স রিপোটিং ফরম নং-৫ সংযুক্ত করা হয়েছে। সকল কেইস কনফারেন্সের জন্য একই ফরম ব্যবহৃত হবে); সেবা পরিকল্পনা করা, সেবা পরিকল্পনা রিভিউ ও অগ্রগতি পর্যালোচনা; চাহিদার নিরিখে পুনঃসেবা পরিকল্পনা করা এবং সর্বোপরি পুন:একীকরনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণসহ পুন:একীকরণ পরবর্তী ফলোআপ করবেন। এসব কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মীদের সাথে কার্যকরী যোগাযোগ ও সমন্বয় করতে হবে।

৯.৪: নিবন্ধন: অনুমোদন প্রাপ্তির পর কেন্দ্রের সেবা গ্রহনের জন্য প্রতিটি শিশুকে নিবন্ধিত হতে হবে। নিবন্ধিত প্রতিটি কেইস এর বিপরীতে আইডি নং দেয়া হবে। নিবন্ধিত সকল শিশু প্রয়োজন অনুযায়ী কেন্দ্রের সকল সেবা গ্রহণ করতে পারবে। কেস ম্যানেজমেন্ট ইউনিট নিবন্ধীকরণ ফরম পূরণ করবে। নিবন্ধীকরণ ফরম সংযোজনী-৩ (ফরম-৪) এ সংযুক্ত। কেস ম্যানেজার কর্তৃক নিবন্ধন রেজিষ্টারে তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হবে। নিবন্ধন রেজিষ্টারের নমুনা সংযোজনী-৫ (রেজিষ্টার নং-২) এ সংযুক্ত।

৯.৪.১: শিশু অধিকার ও শিশু সুরক্ষা সম্পর্কিত অবস্থা নিরূপণ: একটি শিশুর জন্য তিনবার শিশু অধিকার ও শিশু সুরক্ষা সম্পর্কিত অবস্থা নিরূপণ করতে হবে। প্রথমবার কেন্দ্রে আসার পর ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট ইউনিট কর্তৃক, দ্বিতীয়বার কেইস ম্যানেজমেন্ট ইউনিটে প্রথম কেইস কনফারেন্সের পূর্বে এবং তৃতীয়বার সেবা প্রদানের পর শিশুকে পুন:একীকরণ বা পুনর্বাসনের পূর্বে। তুলনামূলক এ্যাসেসমেন্টের মাধ্যমে শিশুটিকে পুন:একীকরণ বা পুনর্বাসন করতে হবে। শিশু অধিকার ও শিশু সুরক্ষা সম্পর্কিত অবস্থা নিরূপণ ফরম সংযোজনী-৩ (ফরম -২) এ সংযুক্ত।

৯.৪.২: কেইস এ্যাসেসমেন্ট ও কেস কনফারেন্স: কেইস এ্যাসেসমেন্টে প্রতিটি শিশুর বর্তমান অবস্থা যাচাই অর্থাৎ শিশুর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন, মানসিক অবস্থা, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অবস্থা, শিক্ষা, দক্ষতা, জ্ঞান ও সচেতনতা এবং কর্মজীবন ইত্যাদি পর্যালোচনা করতে হবে। শিশুর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন সম্পর্কিত পর্যালোচনা করবেন কেইস ম্যানেজার। প্রয়োজনে সোশ্যাল ওয়ার্কারের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। সাইকোলজিস্ট মনোসামাজিক দক্ষতা বিশ্লেষণ করবেন; স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পর্যালোচনা করবেন প্যারামেডিক্স; শিক্ষা সম্পর্কিত পর্যালোচনা করবেন এডুকেটর; দক্ষতা, জ্ঞান ও সচেতনতা এবং কর্মজীবন সম্পর্কিত পর্যালোচনা করবেন লাইফ স্কীল ট্রেইনার কাম জব প্লেসমেন্ট অফিসার।

৯.৪.৩: নিবন্ধনের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে প্রতিটি শিশুর কেইস এ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন করে ০১ (এক) মাসের মধ্যে উপপ্রকল্প পরিচালকের সভাপতিত্বে প্রথম কেইস কনফারেন্স আয়োজন করতে হবে। উপপ্রকল্প পরিচালকের অনুমতিক্রমে কেইস ম্যানেজার কমপক্ষে ০২ দিন পূর্বে কেইস কনফারেন্সের নোটিশ করবেন। কেইস কন্‌ফারেন্সে সংশ্লিষ্ট সকল স্টাফ কেইস এ্যাসেসমেন্ট থেকে প্রাপ্ত তথ্যসহ উপস্থিত থাকবেন এবং প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনাপূর্বক পর্যবেক্ষণসমূহ লিপিবদ্ধ করবেন। সংশ্লিষ্ট সকলের মতামতের ভিত্তিতে সেবাদান সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহন করবেন। শিশু নিবন্ধনের ০১ (এক) মাসের মধ্যে কেইস এ্যাসেসমেন্ট ও কেইস কনফারেন্স রিপোর্ট অনুযায়ী সেবা পরিকল্পনা প্রস্তত করতে হবে। সেবা পরিকল্পনা ফরম সংযোজনীতে (ফরম -৬) সংযুক্ত। সেবা পরিকল্পনাটি নির্দিষ্ট শিশুর সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তার মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংযোজন ও বিয়োজন করে চূড়ান্ত করতে হবে।

৯.৪.৪: সেবা পরিকল্পনা অনুযায়ী সেবা প্রদানের ০২ (দুই) মাস পর সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতিবেদন সহকারে দ্বিতীয় কেইস কনফারেন্স করতে হবে। কনফারেন্সে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে এবং শিশুর সাথে আলোচনা করে পরবর্তী সেবা পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। পুন:একীকরণের চার মাস পূর্বে সোশ্যাল ওয়ার্কার বা আউটরিচ ওয়ার্কার বিভিন্ন মাধ্যমের সহায়তা নিয়ে শিশুর পরিবার চিহ্নিতকরনের পদক্ষেপ নিবে। চিহ্নিত পরিবারের সাথে সাক্ষাৎপূর্বক শিশুর সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিতকরণসহ পুনঃএকীকরণ সংক্রান্ত আলোচনা করবে এবং সংযোজনিতে সংযুক্ত ফরম-৭ অনুযায়ী সকল তথ্য সংগ্রহ করবে। শিশুকে পুনঃএকীকরণের ০২ (দুই) মাস পূর্বে কেইস কনফারেন্স আয়োজনের মাধ্যমে পুনঃএকীকরণ পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। পরিকল্পনায় কে, কিভাবে শিশুকে যথাস্থানে পৌছাবে, ফলোআপ প্রক্রিয়া এবং সেবাসমূহের সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে।

৯.৪.৫: শিশুর অগ্রগতি ও সেবাসমূহের কার্যকারিতা পর্যালোচনা একটি চলমান প্রক্রিয়া। সেবা পরিকল্পনায় উল্লেখিত মেয়াদের পর পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনে পুনরায় পরিকল্পনা তৈরি করা যেতে পারে। কেইস ম্যানেজারের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রতিটি সেবা পরিকল্পনা উপপ্রকল্প পরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

৯.৫: পুনঃভর্তি: কোন শিশুকে সফলভাবে পুনঃএকীকরণ বা পুনর্বাসন করার পর শিশুটি পুনরায় ঝুঁকির সম্মুখীন হলে শিশুর স্বার্থ বিবেচনা করে পুন:ভর্তি করা হবে। এ ক্ষেত্রে নতুন আইডি ব্যবহার করতে হবে। ফাইলে পুনঃভর্তি উল্লেখ করে পূর্বের কেইস ফাইল সংযুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে ভর্তি প্রক্রিয়ার সকল ধাপ অনুসরণ করতে হবে।

পুনঃএকীকরণ বা পুনর্বাসন করার পর শিশুর পরিবার এবং সুরক্ষা কমিটির সাথে আলোচনা করে ফলোআপ রিপোর্ট তৈরি করতে হবে।

৯.৬: যে কারণে শিশুটি কেন্দ্রে অবস্থানের জন্য অযোগ্য বিবেচিত হবে : কেন্দ্রের শৃঙ্খলা ভঙ্গ, নৈতিকস্খলন ইত্যাদি কারণে নিবাসী শিশু কেন্দ্রে অবস্থানের জন্য অযোগ্য বিবেচিত হবে। এসব কর্মকান্ড বা আচরণের পুনরাবৃত্তি ঘটলে প্রাথমিকভাবে শিশুটিকে আচরণ পরিবর্তনের চেষ্টা করা ও শিশুকে সংশোধনের সুযোগ দেয়া হবে। আচরণের ইতিবাচক পরিবর্তন না হলে শিশু সুরক্ষা ও শিশু অধিকারের বিষয় সর্তকতার সাথে বিবেচনায় রেখে কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করবে এবং কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবে।

১০.০: কেন্দ্রসমূহের সেবার ধরণ:

১০.১: শিশুর চাহিদা অনুযায়ী কেন্দ্রে তিন ধরণের সেবার ব্যবস্থা থাকবে। দিবাকালীন যত্ন, রাত্রিকালীন যত্ন ও আশ্রয় এবং সার্বক্ষণিক যত্ন ও আশ্রয়। এর মাধ্যমে শিশুদের ঝুঁকি, অসহায়ত্ব ও বিপদের মাত্রা কমিয়ে পুনঃএকীকরণ বা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা যাতে প্রতিটি শিশু স্বাভাবিক জীবন-যাপনে ফিরে যেতে পারে। এছাড়া বিভিন্ন সামাজিক ইস্যু সম্পর্কে সচেতনতা, জীবন যাপনের ক্ষেত্রে সম্মুখীন বিভিন্ন সমস্যার মোকাবেলা করার দক্ষতা অর্জন, মানসিক ও আবেগীয় চাপ কমিয়ে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম করে তোলা।

১০.২: শিশু সুরক্ষাকল্পে কেন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহ

<u>ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট ইউনিট</u>

- আশ্রয়
- খাদ্য
- স্বাস্থ্য সেবা
- মনোসামাজিক সহায়তা

<u>কেইস ম্যানেজমেন্ট ইউনিট</u>

- আশ্রয়
- খাদ্য
- স্বাস্থ্য সেবা
- মনোসামাজিক সহায়তা
- লাইফ স্কীল এডুকেশন
- আনুষ্ঠানিক/উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা
- কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষানবিস হিসেবে চাকুরীতে নিযুক্তকরণ
- সামাজিক পুনঃএকীকরণ ও পুনর্বাসন
- শিশু সুরক্ষা
- নেট ওয়ার্কিং ও সম্পর্কোন্নয়ন

১০.৩: ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের আওতাভুক্ত শিশু এবং নিবন্ধিত শিশু কেন্দ্রের আশ্রয় সুবিধা ভোগ করবে। ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের আওতাভুক্ত এবং কেন্দ্রে নিবন্ধিত শিশুদের জন্য পৃথক থাকার ব্যবস্থা করা হবে, তবে কোন শিশুকে রাত্রিকালীন একা রাখা যাবে না। মেয়ে শিশুকে ছেলে শিশুর সাথে রাখা যাবে না। কেন্দ্রের সকল স্তরের কর্মচারী আবশ্যিকভাবে আচরণবিধি অনুসরণ করবেন (সংযোজনী- ২)।

১০.৩.১: সেবার আওতায় আসা প্রতিটি শিশু কেন্দ্রের সকল সুবিধা ভোগ করবে এবং সকল কার্যাবলীতে অংশগ্রহন করবে। এসব শিশুর জন্য কেন্দ্র পর্যায়ে একটি প্রাত্যহিক সময়সূচি/রুটিন থাকতে হবে এবং সে অনুযায়ী শিশুরা বিভিন্ন ধরনের সেবা ও কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবে। প্রতিটি শিশুর জন্য পৃথক বিছানার ব্যবস্থা থাকবে।

১০.৪: শিশু ব্যবস্থাপনা:

- মেয়ে শিশু ও ছেলে শিশুদের জন্য পৃথক দুইটি ভবনে আবাসনের ব্যবস্থা থাকবে। সমাজসেবা অধিদফতরের মালিকানাধীন স্থাপনা পাওয়া গেলে সেখানে আবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। বাড়ী ভাড়ার ক্ষেত্রে ভবন প্রতি মেট্রোপলিটন/ব্যয়বহুল এলাকায় মাসিক এক লক্ষ টাকা এবং জেলা/উপজেলায় মাসিক আশি হাজার টাকা।
- প্রতিদিনের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কেন্দ্রের অফিস আবশ্যিকভাবে ছেলেদের ভবনে স্থাপন করতে হবে।
- কেন্দ্রের প্রধান ফটক শীত ও গ্রীষ্মকালে যথাক্রমে সন্ধ্যা ৬.০০ টা ও ৭.০০ টার মধ্যে বন্ধ করতে হবে।
- কেন্দ্রে অবস্থানরত শিশুর আবাসন ও সার্বিক দেখাশুনার জন্য প্রতি কেন্দ্রে সার্বক্ষণিক একজন হাউজ মাদার/ ব্রাদার (রাত্রীকালীন) ও একজন কেয়ার গিভার (দিবাকালীন) দায়িত্ব পালন করবেন। পদ শূণ্যতা অথবা হাউজ মাদার/ ব্রাদারের অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে অন্য কোন স্টাফকে রাত্রীকালীন কেন্দ্রে অবস্থানের জন্য দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত স্টাফ ছাড়া অন্য কেউ যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ব্যতিরেকে রাত ৭.০০ টার পর কেন্দ্রে উপস্থিত থাকতে/ প্রবেশ করতে পারবেন না।
- বিশেষ প্রয়োজনে রাত ৭.০০ টার পর কোন কাজ বা দায়িত্ব পালন প্রয়োজন হলে উপপ্রকল্প পরিচালকের অনুমোদন সাপেক্ষে তা করা যাবে।
- মেয়ে শিশু বা ছেলে শিশুদের কক্ষে একা যাওয়া যাবে না। সে ক্ষেত্রে অন্য কোন স্টাফ অথবা আয়ার সহায়তা নিয়ে যেতে হবে।
- কেন্দ্রের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য শিশুদের বয়স অনুসারে দল গঠন করা হবে। যেমন: ৬-১০ বছর, ১০-১৪ বছর এবং ১৪-১৮ বছর। বড় শিশুকে ছোট শিশুর সাথে একত্রে রাখা যাবে না।
- প্রতি ১০ জন (সর্বোচ্চ) শিশুর জন্য একটি স্বাস্থ্যসম্মত লেট্রিনসহ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন গোসলখানার ব্যবস্থা থাকবে।
- নিরাপদ পানি পান, গোসল ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- মহিলা কর্মচারীকে মেয়ে শিশুদের কেন্দ্রের জন্য প্রাধান্য দেয়া হবে।

১০.৫: খাদ্য:

- সময়মতো রান্না সম্পন্ন করার জন্য একজন কুক ও একজন সহকারীকে রান্নার দায়িত্ব দেয়া যাবে।
- রান্নার সময়ে কুক ও তার সহকারী এপ্রোন পরিধানসহ সকল প্রকার পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা মেনে চলবে, এ ব্যাপারে হাউজ মাদার/ ব্রাদার ও কেয়ার গিভার তাদের কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ ও তদারক করবেন।
- হাউজ মাদার/ব্রাদার ও কেয়ার গিভার নিবাসী শিশুদের খাবার পরিবেশনকালে দায়িত্ব পালন করবেন। প্রয়োজনে অন্য কর্মচারীকেও দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে।
- প্রতিটি শিশুর জন্য ন্যূনপক্ষে ১টি প্লেট, ১টি গ্লাস বরাদ্দ থাকবে।
- কেন্দ্রের সকল শিশু বরাদ্দ অনুযায়ী পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার (সকালের ও বিকালের নাস্তা, দুপুরের ও রাতের খাবার) পাবার বিষয়টি উপপ্রকল্প পরিচালক নিশ্চিত করবেন।

- খাবারের সাপ্তাহিক তালিকা উন্মুক্ত জায়গায় প্রদর্শিত থাকবে।
- শিশুদের ধর্মীয়, সংস্কৃতি ও খাদ্যাভ্যাস অনুসারে বিশেষ চাহিদাকে সম্মান দিতে হবে।
- খাদ্য তালিকায় আঞ্চলিক খাদ্যাভ্যাস অনুযায়ী পর্যাপ্ত পরিমাণে শষ্য, ডাল, সবজি, ফল, ডিম, মাংস ও মাছ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
- প্রতিমাসে ন্যূনতম একদিন নিবাসী শিশুকে উন্নতমানের বিশেষ খাবার পরিবেশন করতে হবে। জাতীয় দিবস, প্রধান ধর্মীয় উৎসবে বিশেষ খাদ্য পরিবেশন করতে হবে। এই বিশেষ মেন্যুতে পোলাও, মুরগির রোষ্ট, গরু/খাসির মাংস, মিষ্টান্ন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
- খাদ্য ও খাদ্যজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে শিশু প্রতি মাসিক বরাদ্দ দুই হাজার পাঁচশত টাকা।

খাবার সময়			
সকালের নাস্তা (৭-৮ টা)	দুপুরের খাবার (১-২টা)	বিকালের নাস্তা (৪-৪.৩০টা)	রাতের খাবার (৮- ৯টা)

শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন সময়ে খাবারের সময় ভিন্ন হতে পারে (কেন্দ্রের শিশুদের সাথে কথা বলে কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক সময় নির্দিষ্ট করা হবে)। স্থানীয় বাজারের প্রাপ্যতা, ঋতু বৈচিত্র, সংস্কৃতি ও শিশুদের আগ্রহের উপর ভিত্তি করে নিম্নে উল্লেখিত খাদ্য তালিকা অনুসরণ করা হবে। তবে এক বেলার খাবার পরবর্তী বেলা/পরের দিনে দেয়া যাবে না। নীচে একজন শিশুর সাতদিনের নমুনা খাদ্য তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো :

নমুনা খাদ্য তালিকা				
	সকালের নাস্তা	দুপুরের খাবার	বিকালের নাস্তা	রাতের খাবার
শুক্রবার	খিচুরি (আতপ চাল, ডাল, আলু)	ভাত, মুরগী, সবজি, ডাল	মুড়ি/চিড়া, দুধ, চিনি/গুড়	ভাত, সবজি, ডাল
শনিবার	ভাত , ডাল, সবজি	ভাত, মাছ, সবজি, ডাল	মৌসুমী ফল ও পুরি/সিঙ্গারা	ভাত, ডিম, সবজি, ডাল
রবিবার	সবজি খিচুরি	ভাত, ডিম, সবজি, ডাল	মুড়ি/চিড়া, দুধ, চিনি/গুড়	ভাত, সবজি, ডাল
সোমবার	ভাত , ডাল, সবজি	ভাত, মাছ, সবজি, ডাল	রুটি ও কলা	ভাত, ডিম, সবজি, ডাল
মঙ্গলবার	খিচুরি (আতপ চাল, ডাল, আলু)	ভাত, গরুর মাংস, সবজি, ডাল	দুধ, বিস্কুট	ভাত,সবজি,ডাল
বুধবার	ভাত , ডাল, সবজি	ভাত, মাছ, সবজি, ডাল	রুটি ও কলা	ভাত,সবজি,ডাল
বৃহস্পতিবার	সবজি খিচুরি	ভাত, মুরগির মাংস, সবজি, ডাল	ছোলা ও মুড়ি	ভাত,সবজি, ডাল

১০.৬: পোশাক পরিচ্ছদ ও বিছানাপত্র : নিবাসী শিশুদের সংস্কৃতি, আবহাওয়া ও ঋতুভিত্তিক ২ সেট পোষাক (প্রতি ৬ মাসের জন্য) সরবরাহ করা হবে। স্কুলগামী শিশুদের স্কুলের নিয়মানুসারে ১ সেট পোষাক সরবরাহ করা হবে। ঈদ-উল-ফিতর এ ১ সেট এবং শীতকালীন ১ সেট পোষাক সরবরাহ করা হবে। রাত্রিযাপনের জন্য শিশুকে একপ্রস্থ বিছানা সরবরাহ করা হবে যার মধ্যে থাকবে তোষক, কভারসহ বালিশ, বিছানার চাদর, মশারি ও কভারসহ লেপ।

১০.৭: স্বাস্থ্য সেবা : প্রতিটি কেন্দ্রে একটি স্বাস্থ্যসেবা ইউনিট থাকবে। প্যারামেডিক্স এ ইউনিটের দায়িত্ব পালন করবেন। এ ইউনিটের আওতায় একটি পৃথক কক্ষকে স্বাস্থ্য সেবা ক্লিনিক হিসেবে রাখা হবে। ক্লিনিকে একটি মিনি ডিসপেন্সারীর ব্যবস্থা থাকবে। ডিসপেন্সারীতে জরুরী ঔষধসহ প্রাথমিক চিকিৎসা বক্স থাকবে। রাত্রিকালীন জরুরী প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য হাউজ মাদার/ব্রাদারের কাছে প্রাথমিক চিকিৎসা বক্স সংরক্ষন করা হবে। প্যারামেডিক্সের পরামর্শক্রমে হাউজ মাদার/ ব্রাদার শিশুদের ঔষধ সরবরাহ করবেন। স্বাস্থ্য সেবা খাতে কেন্দ্র প্রতি মাসিক সর্বোচ্চ বরাদ্দ বিশ হাজার টাকা।

১০.৭.১: কেন্দ্রে আগত সকল শিশুকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করতে হবে। সরকারী হাসপাতাল, হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম, শহর স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে প্যারামেডিক্স নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করবেন। সরকারের যেসব সংস্থা/প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার কাজে নিয়োজিত প্যারামেডিক্স তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করবেন যাতে এসটিআই, এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ, কুসংস্কার প্রতিরোধ এবং বিশেষ করে কিশোরীদের মাঝে প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা/সচেতনতা নিশ্চিত করা হবে।
ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট ইউনিটে আগত প্রতিটি শিশুকে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করতে হবে। প্রয়োজনে প্যারামেডিক্স উপপ্রকল্প পরিচালকের অনুমোদন সাপেক্ষে শিশুকে সরকারী/বেসরকারী ক্লিনিক অথবা হাসপাতালে রেফার করবেন।

১০.৭.২: স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি: শিশুদের স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিকরণে সেশন পরিচালনা করতে হবে। ব্যক্তিগত (পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, নখের, দাঁতের, চুলের যত্ন, পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদির যত্ন) ও পরিবেশগত স্বাস্থ্য (নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, মশা-মাছি ও রোগ বিস্তার ইত্যাদি) এবং সাধারণ ও সংক্রমিত রোগ (ডায়রিয়া, চুলকানী, আমাশয় ইত্যাদি) সম্পর্কিত বিষয়সমূহ এসব সেশনের অর্ন্তভুক্ত হবে। প্যারামেডিক্স এর সহযোগীতায় এডুকেটর সেশন পরিচালনা করবেন।

১০.৮: মনোসামাজিক সহায়তা: বিভিন্ন নির্যাতনের শিকার, স্নেহ-মমতা বঞ্চিত বা ভীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন অথবা সুরক্ষিত নয় এমন শিশুরা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ। এসব শিশুরা অন্য শিশুদের মত স্বাভাবিক আচরণ করতে পারে না। মানসিক চাপের ফলে তারা অন্যের সাথে মিশতে পারে না, একা থাকতে পছন্দ করে, কোন কোন শিশু ঝগড়া-কলহে লিপ্ত থাকে, হিংসাপ্রবন হয়, অমনোযোগী থাকে, ভয়ে থাকে, আত্মবিশ্বাসের অভাব, অন্যের প্রতি অবিশ্বাস এবং বিষন্নতায় ভোগে। এসব শিশুদের সামাজিক, মানসিক ও আবেগিক উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরী যাতে তারা মানসিক চাপ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে। মনোসামাজিক সহায়তাকে দু'টি অংশে ভাগ করা যায়। একটি অংশ সামাজিক ও আবেগীয় উন্নয়ন এবং অন্য অংশ মনস্তাত্ত্বিক সহায়তা ও চিকিৎসা।

১০.৮.১: সামাজিক ও আবেগীয় উন্নয়ন বা বিকাশের জন্য দলীয় খেলা ও একক খেলা (অনুভূতি ও আবেগ সৃষ্টি, বন্ধুত্ব তৈরী ও নেতৃত্ব বিকাশমূলক খেলা) এর মধ্যে থাকবে ভিতরের (ইনডোর) ও বাহিরের (আউটডোর) খেলাসমূহ, চারু ও কারু (চিত্রাংকন- মুক্তাংকন, আউটলাইন বা সীমারেখার ভিতর রং করা, নির্দেশনায় অংকন, কোলাজ, কাগজ ও মাটির খেলনা তৈরী যেমন কাগজের পাখা, নৌকা, উড়োজাহাজ ইত্যাদি, মাটির মার্বেল তৈরী, নৌকা তৈরি) ইত্যাদি। ছড়া, গান, নাচ, নাটক, কবিতা আবৃত্তি ইত্যাদি সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে অংশগ্রহন করা যেমন শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবসসহ অন্যান্য দিবসে শিশুর অংশগ্রহনের ব্যবস্থা করতে হবে। সাইকোলজিস্ট, ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টর ও লাইফস্কিল ট্রেইনার কাম জব প্লেসমেন্ট অফিসার এসব কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

১০.৮.২: আচরণগত, মানসিক ও আবেগিক সহায়তার জন্য কাউন্সেলিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। কাউন্সেলিং পরিচালনা করা হবে দু'টি পর্যায়ে: একক ও দলগত কাউন্সেলিং।

- **একক কাউন্সেলিং:** প্রতিটি শিশুর কেস এ্যাসেসমেন্ট অনুযায়ী সেবা পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং ভিন্ন ভিন্ন সমস্যাগ্রস্থ শিশুর জন্য একক কাউন্সেলিং পরিচালনা করা হবে।
- **দলগত কাউন্সেলিং:** একই ধরণের সমস্যাগ্রস্থ শিশুদের দলগত কাউন্সেলিং পরিচালনা করা হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে শিশু ও তার পরিচর্যাকারীদের একসাথে কাউন্সেলিং পরিচালনা করা হবে।

সেবা পরিকল্পনা অনুযায়ী কাউন্সেলিং সেশন পরিচালনা করা হবে এবং অগ্রগতি পর্যবেক্ষণপূর্বক শিশুর ব্যক্তিগত ফাইলে সংরক্ষণ করা হবে।

১০.৮.৩: মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা: কোন শিশুর আচরণ বৈকল্য অথবা উন্নত সেবার প্রয়োজন দেখা দিলে সাইকোলজিস্ট উপপ্রকল্প পরিচালকের অনুমোদন সাপেক্ষে বিশেষজ্ঞ মনোচিকিৎসকের নিকট রেফার (ফরম নং-১১) করবেন। এ চিকিৎসা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য শিশুর ব্যক্তিগত ফাইলে সংরক্ষণ করবেন।

১০.৮.৪: প্রতিটি কেন্দ্রে সাইকোলজিস্ট কাউন্সেলিং কার্যক্রম পরিচালনাসহ আচরণগত ও আবেগীয় সমস্যা নিরসনে সেবা পরিকল্পনা প্রস্তুত করে পদক্ষেপ গ্রহন করবেন। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনায় সক্ষমতা অর্জনে সোশ্যাল ওয়ার্কারদের জন্য সেশন পরিচালনা করবেন। সেশন পরিচালনার জন্য প্রতিটি কেন্দ্রে ব্যবস্থা থাকবে। প্রতিটি শিশুর তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে।

১০.৯: শিক্ষা: শিক্ষা সুযোগ নয় অধিকার এ লক্ষ্যে শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় দু'ধরনের শিক্ষা প্রদান করা হবে: আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা।

১০.৯.১: আনুষ্ঠানিক শিক্ষা : কেন্দ্রের নিবাসী শিশু যারা কেন্দ্রে নিবন্ধনের পূর্বে স্কুলে যেত তাদেরকে পুনরায় মূলস্রোত ধারার/আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তকরণে সহায়তা করা হবে। তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেন্দ্রের নিকটস্থ স্কুলে ভর্তি করা হবে। স্কুলে নিয়মিত শিশুর উপস্থিতি নিশ্চিত করা হবে। কেন্দ্র কর্তৃক নির্ধারিত কোন কর্মীর তত্ত্বাবধানে শিশুরা দলগত/এককভাবে স্কুলে যাওয়া-আসা করবে। স্কুলে ভর্তি সংক্রান্ত ফরম সংযোজনী -৩ (ফরম নং-১২) তে সংযুক্ত করা হয়েছে।

১০.৯.২: উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা : আনুষ্ঠানিক শিক্ষা হতে বঞ্চিতদের জন্য বিকল্প শিক্ষা ব্যবস্থা। কেন্দ্রে নিবন্ধিত শিশু যারা শিক্ষা থেকে ঝরে পড়েছে বা কখনও স্কুলে যায়নি তাদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহন করা হবে। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতাকে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়। তাদের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করা হবে। কেন্দ্রে প্রতিদিন নির্ধারিত সময়ে পাঠদান করা হবে। মুখস্থ করার চেয়ে বুঝে ও বাস্তব ভিত্তিক শেখাকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। শিশুরা যাতে নিজ গতিতে শিখতে পারে সেজন্য শিক্ষাদানে ব্লক টিচিং, গ্রুপ টিচিং, শিশু থেকে শিশু শিক্ষা ইত্যাদি পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কোর্স সমাপ্তি শেষে উপযুক্ত শিশুদের (৬-৮ বছর বয়সী) পুনঃএকীকরণ কালে মূলস্রোত ধারার স্থানীয় স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যান্য শিশুদের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

১০.৯.৩: প্রতিটি কেন্দ্রে কর্মরত এডুকেটরগণ কেন্দ্রে অবস্থানরত শিশুদের শিক্ষা প্রদানের দায়িত্বে থাকবেন। প্রতিটি শিশুর সক্ষমতা যাচাই করে তদানুযায়ি শিশুর শ্রেনিবিন্যাস করবেন। প্রতিটি কেন্দ্রে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য সাপ্তাহিক রুটিন থাকবে। শিক্ষাদানের জন্য এডুকেটরগণ পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করবেন এবং নিয়মিত পাঠ মূল্যায়ন করবেন। এছাড়া শিক্ষামূলক উপকরণ তৈরী, সংগ্রহ, ব্যবহার ও সংরক্ষণ করবেন।আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুদের উপস্থিতি পৃথক রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করা হবে।যে সকল বিদ্যালয়ে কেন্দ্রের শিশুদের ভর্তি করা হয়েছে সেখানে আয়োজিত অভিভাবক সভায় এডুকেটরগণ অংশগ্রহণ করবেন এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। শিক্ষা সামগ্রী বাবদ কেন্দ্র প্রতি মাসিক সর্বোচ্চ বরাদ্দ আট হাজার টাকা।

১০.১০: লাইফ স্কীল এডুকেশন: জীবন ধারনের ক্ষেত্রে সম্মুখীন বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করার জন্য নিবাসী শিশুদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। এ দক্ষতা অর্জন করে শিশুর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নিজেকে নির্যাতন ও ঝুঁকি থেকে রক্ষা করার পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হবে। লাইফস্কীল ট্রেইনার কাম জবপ্লেসমেন্ট অফিসার এ সংক্রান্ত সেশন পরিচালনা করবেন। লাইফ স্কীল সেশন গ্রহণ করে শিশুরা তাদের স্কীল কিভাবে ব্যবহার করছে এবং তাদের মধ্যে কী পরিবর্তন হচ্ছে তা পর্যবেক্ষন ও পরিবীক্ষন করতে হবে এবং শিশুর ব্যক্তিগত ফাইলে তা সংরক্ষন করতে হবে।

১০.১১: বিকল্প জীবিকায়ন প্রশিক্ষণ ও চাকরিতে নিযুক্তকরণ: ঝুঁকিপূর্ণ কাজের সম্পৃক্ততা থেকে মুক্ত করার জন্য শিশুকে জীবিকায়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে, যাতে শিশু যথোপযুক্ত চাকরি সন্ধানের মাধ্যমে জীবনধারনের জন্য আয় উপার্জনে সক্ষম হবে। লাইফ স্কিল ট্রেইনার কাম জব প্লেসমেন্ট অফিসার বাজার জরিপ পরিচালনা করবেন যার মাধ্যমে এসব শিশুদের আয়-উৎপাদনমূলক কর্মসংস্থান বা আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

১০.১২: কেন্দ্রের আওতাধীন বিভাগ/জেলায় রিসোর্স ম্যাপিং করতে হবে। উপপ্রকল্প পরিচালক নির্ধারিত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র/ইন্সটিটিউটের সাথে কার্যকর যোগাযোগ করবেন এবং নির্বাচিত শিশুকে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নিয়মকানুন অনুসরন করে ভর্তি করানো হবে। প্রতিটি ট্রেড নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিশুদের নিজস্ব পছন্দকে প্রাধান্য দিতে হবে। এ ধরনের প্রশিক্ষণ কেবলমাত্র চৌদ্দ বছর উর্ধ্ব বয়সী শিশুদের জন্য প্রযোজ্য হবে।

১০.১৩: যেসব শিশু সফলভাবে বিকল্প জীবিকায়ন প্রশিক্ষণ/বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করবে তাদেরকে ঝুঁকিবিহীন কাজে নিয়োজিত করতে লাইফ স্কিল ট্রেইনার কাম জব প্লেসমেন্ট অফিসার সাহায্য করবেন। তিনি মালিকপক্ষ/কল-কারখানায় যোগাযোগ স্থাপন করবেন এবং শিশুদের চাকুরির সুযোগ তৈরীর জন্য ইন্টার্নশীপ/এ্যাটাচমেন্ট/অন-জব ট্রেনিং/সম্ভাব্য চাকুরী বাজারের তথ্য সম্বলিত একটি ডাটা ব্যাংক তৈরী করবেন। কেন্দ্র পর্যায়ে নিবাসী শিশুদের টেইলারিং, ব্যাগ তৈরি, বিউটিফিকেশন কোর্স, ব্লক-বাটিক, নকশি কাঁথা ইত্যাদি প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন।
নিবাসী শিশুদের প্রশিক্ষণ ব্যয় বাবদ কেন্দ্র প্রতি মাসিক সর্বোচ্চ বরাদ্দ বারো হাজার টাকা।

১১.০: পুনঃএকীকরণ ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া:

১১.১: ব্যক্তিগত সেবা পরিকল্পনা অনুযায়ী কেন্দ্রে অবস্থানরত প্রতিটি শিশুকে তার পরিবার ও সমাজে পুনঃএকীকরণ অথবা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা এ কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য। শিশু পুণঃএকীকরণের চার মাস পূর্বে আউটরিচ ওয়ার্কার বা সোশ্যাল ওয়ার্কার শিশুর পরিবার চিহ্নিতকরণ, বাড়ী পরিদর্শন ও সামাজিক অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করবেন (ফরম- ৭)। শিশুর উন্নয়ন, সুরক্ষা ও সর্বোত্তম স্বার্থ বিবেচনা করে শিশুকে পরিবারে পুনঃএকীকরণ বা কোন প্রতিষ্ঠানে পুনর্বাসন করতে হবে।

১১.২: যেহেতু শিশুর লালন পালনের দায়িত্ব মাতাপিতার সেহেতু পুনঃএকীকরণে শিশুর পিতামাতাকে সর্বাগ্রে বিবেচনায় আনতে হবে। পিতা জীবিত না থাকলে মাতাকে এবং মাতা জীবিত না থাকলে পিতাকে প্রাধান্য দিতে হবে। পিতামাতার মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ, কলহ বা পৃথক বসবাস করলে বা সৎ পিতা বা সৎ মাতা থাকলে শিশুর পরিপক্কতা বিবেচনায় এনে শিশুর মতামতের ভিত্তিতে পিতা বা মাতাকে প্রধান্য দিতে হবে। শিশু পিতামাতাহীন হলে বা পিতামাতা শিশুর জন্য হুমকিস্বরূপ হলে শিশুর সুরক্ষার বিষয়টি বিবেচনা করে শিশুর আত্মীয় বা বর্ধিত পরিবারে পুনঃএকীকরণ করতে হবে। আত্মীয় বা বর্ধিত পরিবার হলো দাদা, দাদী, ভাই, বোন, চাচা, ফুফু, নানা, নানী, মামা, খালা ইত্যাদি। পুনঃএকীকরণ বা পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি, সুরক্ষা কমিটি এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে প্রক্রিয়াভুক্ত করতে হবে।

১১.৩ পিতা মাতা, আত্মীয় বা বর্ধিত পরিবারে পুনঃএকীকরণ করা সম্ভব না হলে শিশুকে সরকারী বা বেসরকারী কোন প্রতিষ্ঠান যেমন :শিশুপরিবার, শিশু সদন, এতিমখানা ইত্যাদিতে পুনর্বাসন করতে হবে। এ জন্য প্রত্যেক কেন্দ্র একটি

ডাইরেক্টরী তৈরী করবে যাতে প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, শিশু বিষয়ক কর্মসূচি, ধারণ ক্ষমতা, সহায়তাসমূহ, শিশু সুরক্ষা সম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে। পুনঃএকীকরণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে শিশুর মতামত বিবেচনায় আনতে হবে।

১১.৪: পারিবারিক কাউন্সেলিং: ফরম নং ৭ এর সুপারিশের আলোকে প্রয়োজন হলে পারিবারিক কাউন্সেলিং পরিচালনা করতে হবে। সাইকোলজিস্ট এর সহায়তায় সোশ্যাল ওয়ার্কার পারিবারিক কাউন্সেলিং পরিচালনা করবেন।

১১.৫: শিশু সুরক্ষা কমিটি গঠন: পুনঃএকীকরণে শিশু সুরক্ষা কমিটির সভা গুরুত্বপূর্ণ। ইউনিয়ন/ওয়ার্ড সমাজকর্মীগনের বা এলাকার ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় সোশ্যাল ওয়ার্কার বা আউটরিচ ওয়ার্কার শিশু সুরক্ষা কমিটির সভা আয়োজন করবে। সভায় শিশুর পুনঃএকীকরণ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হবে। সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর/সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর (সভাপতি), কেইস ম্যানেজার (সদস্য সচিব), শিশুর আত্মীয়/শিক্ষক/ঈমাম/স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তির সমন্বয়ে ০৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট "স্থানীয় শিশু সুরক্ষা কমিটি" গঠিত হতে পারে। পুনঃএকীকরণের জন্য হস্তান্তর প্রক্রিয়া বিষয়ক সুরক্ষা কমিটির সভা আয়োজন করতে হবে। এ সভার আলোচ্য বিষয় হবে:

- পিতামাতা/অভিভাবকের সম্মতি গ্রহণ,
- হস্তান্তরের প্রক্রিয়া ও অঙ্গীকার পত্র,
- শিশুটির নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও সহায়তা প্রদান,
- শিশুর দৈনন্দিন খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির ব্যবস্থা করা,
- শিশুটি স্থায়ীভাবে নিজ বাড়ীতে অবস্থানের ব্যবস্থাকরণ,
- শিশুর অধিকার লঙ্ঘন বা নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে রিপোর্টিং প্রক্রিয়া।

কখন, কিভাবে, কাদের উপস্থিতিতে শিশুটিকে হস্তান্তর করা হবে সে বিষয়ে কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহন করবে। শিশুটিকে পরিবারে বা আত্মীয়/বর্ধিত পরিবারে হস্তান্তরের ক্ষেত্রে হস্তান্তরের অঙ্গীকার পত্র পূরণ করতে হবে। হস্তান্তর প্রক্রিয়া বিষয়ক শিশু সুরক্ষা কমিটি সভা ফরম-৮ এবং শিশু হস্তান্তরের অঙ্গীকার পত্র ফরম-৯ সংযোজনীতে সংযুক্ত করা হয়েছে।

১১.৬: ফলোআপ: যথাযথ প্রক্রিয়ায় হস্তান্তর বা পুনঃএকীকরণের পর ফলোআপ কার্যক্রম পরিচালনা করবে। প্রথম ফলোআপ পরিচালিত হবে পুনঃএকীকরণের ০১ (এক) মাস পর। শিশু সুরক্ষা কমিটির গৃহীত পদক্ষেপ, শিশু সম্পর্কিত অগ্রগতি ও মন্তব্য সম্পর্কে অবগত হবে এবং পরবর্তী করণীয় বিষয়ে শিশু সুরক্ষা কমিটির সাথে আলোচনা করা হবে যেমন শিশুকে স্কুলে ভর্তি ইত্যাদি। ফলোআপ কার্যক্রম কমপক্ষে ০৬ (ছয়) মাস চলবে। প্রয়োজনে আরো অধিক সময় এ কার্যক্রম চলতে পারে। কেইস ম্যানেজারের নেতৃত্বে পুনঃএকীকরণ কার্যক্রম পরিচালিত হবে। পুনঃএকীকরণ পরবর্তী ফলোআপ ফরম-১০ সংযোজনীতে সংযুক্ত করা হয়েছে।

১১.৭: অন্য প্রতিষ্ঠানে পুনর্বাসন: সোশ্যাল ওয়ার্কার বা আউটরীচ ওয়ার্কার পুনর্বাসন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের তালিকা তৈরি করবে। অভিভাবকহীন শিশুর ক্ষেত্রে রিসোর্স ম্যাপিং অনুযায়ী সম্ভাব্য প্রতিষ্ঠানে শিশুকে প্রেরণ করা হবে। এ ক্ষেত্রে সরকারী শিশু পরিবার, সরকারী শিশু সদন ও সরকারী এতিমখানাকে প্রধান্য দেয়া হবে। সোশ্যাল ওয়ার্কার বা আউটরিচ ওয়ার্কার রিসোর্স ম্যাপিং অনুযায়ী সরকারি ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে কার্যকরী যোগাযোগের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করবে। প্রতিষ্ঠানে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সরাসরি তত্ত্বাবধান করবেন উপপ্রকল্প পরিচালক ।

১২.০: আর্থিক ব্যবস্থাপনা:

কার্যক্রমের লক্ষ্য অর্জনে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং নীতিমালা ও প্রয়োজনীয় বিধিবিধানের আলোকে আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনা এবং সর্বস্তরে দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠা আর্থিক ব্যবস্থাপনার অন্যতম লক্ষ্য। অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এ কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান/বরাদ্দ রাখবে। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হিসেবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র বাবদ বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর বরাবর ন্যস্ত করবেন। বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় বিভাজন অনুযায়ী কর্মসূচি পরিচালক এবং উপপ্রকল্প পরিচালক, শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র এর বরাবর পুন:ন্যস্ত করা হবে। কর্মসূচি পরিচালক এবং উপপ্রকল্প পরিচালকবৃন্দ ব্যয় বিভাজন অনুযায়ী বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে কর্মসূচি বাস্তবায়ন ইউনিট এবং শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের

জনবলের বেতনভাতাদি ও যাবতীয় ব্যয় বিলসমূহ পাশ করে সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয় হতে চেক গ্রহণ করবেন। ইস্যুকৃত চেকসমূহ নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে জমা করে পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারীকে চেক বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে। হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় বহি/রেজিষ্টার যথানিয়মে সংরক্ষণ করবেন। সরকারি আর্থিক বিধিবিধান অনুসরণ করে সকল ব্যয় নির্বাহ করতে হবে।

১২.১: কেন্দ্রে ব্যবহার্য হিসাব সংক্রান্ত রেজিষ্টারসমূহ: কর্মসূচির আর্থিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত রেজিষ্টারগুলি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ছকে রক্ষণাবেক্ষণ করা আবশ্যক।

- ক্যাশ বহি
- ব্যাংক বহি
- চেক ইস্যু রেজিষ্টার
- অর্থ বরাদ্দ ও কর্তন রেজিষ্টার
- বিল রেজিষ্টার
- কর্মচারীদের বেতন পরিশোধ রেজিষ্টার
- স্থায়ী সম্পদ রেজিষ্টার
- ষ্টক রেজিষ্টার
- অকেজো মালামালের ষ্টক রেজিষ্টার
- বিভিন্ন দান/অনুদান গ্রহণ রেজিষ্টার (সরকারি/বেসরকারি)

১২.২: আর্থিক ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষন: কর্মসূচি বাস্তবায়ন ইউনিট (PIU) নিয়মিতভাবে কেন্দ্রসমূহের অর্থ ব্যবস্থাপনার মান পর্যবেক্ষন করবে এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের সুপারিশ প্রদান করবে।

১২.৩: অর্থ ছাড়করণ: কর্মসূচি বাস্তবায়ন ইউনিট অর্থ ছাড়করণে ব্যবস্থা গ্রহন করবে এবং সে লক্ষ্যে সকল প্রকার আর্থিক প্রতিবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রেরণ করতে হবে।

১৩.০: ক্রয় পরিকল্পনা ও কার্যক্রম:

সার্বিক ক্রয় কার্যক্রম পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ (সংশোধিত) এর আওতায় পরিচালিত হবে। কেন্দ্রসমূহ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পণ্য ও সেবা যথা: খাদ্যদ্রব্য ও খাদ্যজাত আনুষাঙ্গিক, পোশাক, বিছানাপত্র, তৈজষপত্র ইত্যাদির বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর পর্যায়ে অনুমোদনযোগ্য। মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতরের অনুমোদন সাপেক্ষে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা সংশোধন বা নতুন প্যাকেজ অন্তর্ভুক্ত করা হবে। স্থানীয় পর্যায়ে দরপত্র উন্মুক্তকরণ, মূল্যায়ন ইত্যাদি কাজের জন্য পিপিআর ২০০৮ (সংশোধিত) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কমিটি গঠন করা হবে। উক্ত কমিটি দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়নপূর্বক সুপারিশসহ অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্মসূচি পরিচালক বরাবরে মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ করবে। এছাড়া কর্মসূচি পরিচালক ক্রয় সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত/নির্দেশনাসমূহ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

১৩.১: দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি:

১.	উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়	চেয়ারপার্সন
২.	জেলা প্রশাসক এর প্রতিনিধি	সদস্য
৩.	উপপ্রকল্প পরিচালক (সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র)	সদস্য সচিব

পিপিআর- ২০০৮ (সংশোধিত) অনুসরণপূর্বক দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি দরপত্র উন্মুক্তকরণ সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পন্ন করবেন।

১৩.২: দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি:

১.	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	চেয়ারপার্সন
২.	উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়	সদস্য
৩.	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস	সদস্য

৪.	পুলিশ সুপারের প্রতিনিধি	সদস্য
৫.	জেলা তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস	সদস্য
৬.	জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
৭.	উপপ্রকল্প পরিচালক (সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র)	সদস্য সচিব

পিপিআর- ২০০৮ (সংশোধিত) অনুসরণপূর্বক দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি দরপত্র মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পন্ন করবেন।

১৩.২: কোটেশন মূল্যায়ন কমিটি:

১.	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	সভাপতি
২.	উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়	সদস্য
৩.	জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
৪.	উপপ্রকল্প পরিচালক (সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র)	সদস্য সচিব

পিপিআর- ২০০৮ (সংশোধিত) অনুসরণপূর্বক **কোটেশন মূল্যায়ন কমিটি** দরপত্র মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পন্ন করবেন।

১৩.৩: পণ্য ব্যবস্থাপনা: নিবাসী শিশুদের জন্য ব্যবহৃত সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্য, কিচেন ইউটেনসিল, পোষাক, বেডিং ইত্যাদি পণ্যের মজুদ সংক্রান্ত তথ্য স্টক রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করতে হবে যা থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী সরবরাহ করা হবে। উপপ্রকল্প পরিচালক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারী মজুদ পণ্যের যথাযথ ব্যবহার ও রক্ষনাবেক্ষন নিশ্চিত করবেন এবং উপপ্রকল্প পরিচালক নিয়মিত তদারকি ও তত্ত্বাবধান করবেন।

১৩.৪: পণ্য চাহিদা: পণ্য সরবরাহের পূর্বে চাহিদাপত্র প্রস্তুত ও অনুমোদন করতে হবে। চাহিদাপত্র অনুমোদিত হলে তা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হবে। অনুমোদিত চাহিদাপত্রের ভিত্তিতে কেন্দ্রে মালামাল সংগ্রহ করা হবে এবং মালামাল সরবরাহের যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে। স্টক রেজিষ্টারে গৃহীত মালামালের তথ্য লিপিবদ্ধ করতে হবে। প্রতিমাসে কেন্দ্রের মালামালের মোট মজুদের হালনাগাদ তথ্যের প্রতিবেদন কর্মসূচি পরিচালকের নিকট পাঠাতে হবে।

১৩.৫: পণ্য গ্রহণ: পণ্যের গুনগত মান ও পরিমান নিশ্চিত করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারী পণ্য গ্রহণ করবেন এবং রেজিষ্টারে অন্তর্ভুক্ত করে স্বাক্ষর করবেন। পণ্যের গুনগত মান সন্তোষজনক না হলে তা তাৎক্ষনিকভাবে ফেরত দিতে হবে।

১৩.৬: পণ্য বিতরণ: বিতরণকালে স্টক রেজিষ্টারে প্রতিটি পণ্যের বিপরীতে পণ্যের সংখ্যা ও বিবরণ উল্লেখ করে গ্রহীতার স্বাক্ষর রাখতে হবে।

১৪.০: প্রশিক্ষণ:

প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন যে কোন কার্যক্রমের একটি অবিচ্ছেদ অংশ। কার্যক্রমের জনবল প্রাথমিক উপকারভোগী। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণসহ শিশু অধিকার ও শিশু সুরক্ষা, আর্থিক ও সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা, কেইস ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে হবে। প্রশিক্ষণ পরিকল্পনার আওতায় জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির বিদ্যমান সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৫.০: পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন:

১৫.১: স্থানীয় পর্যায়ে উপপ্রকল্প পরিচালক নিয়মিত কেন্দ্রের কার্যক্রম মনিটর করবেন। সাময়িক তদারকি ও পরিদর্শনের জন্য কার্যক্রমের অন্যান্য উর্দ্ধতন কর্মকর্তা বিশেষতঃ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও সমাজসেবা অধিদফতরের কর্মকর্তাগণ এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি দফতরের তদারককারী কর্মকর্তাগণ মাঝে মাঝে কেন্দ্র পরিদর্শন করবেন। নির্ধারিত সেবা প্রদান সংক্রান্ত রেজিষ্টারে সেবা প্রদানের প্রক্রিয়াসমূহ, ফলাফল ও প্রভাব সম্পর্কিত তথ্য যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করবে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে কেন্দ্র পর্যায়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে তথ্য সংগ্রহের জন্য নিম্নবর্ণিত রেজিষ্টার/প্রতিবেদনসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে:

ক্র: নং	বিষয়	রক্ষণাবেক্ষণ ও তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা
	রেজিষ্টারসমূহ	
১	ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট রেজিষ্টার	ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কোঅর্ডিনেটর
২	নিবন্ধন রেজিষ্টার	কেইস ম্যানেজার
৩	পুণঃএকীকরণ/পুনর্বাসন রেজিষ্টার	কেইস ম্যানেজার
৪	পুণঃএকীকরণ/পুনর্বাসন ফলোআপ রেজিষ্টার	কেইস ম্যানেজার
৫	স্বাস্থ্য সেবা/মনোসামাজিক সহায়তা/অন্যান্য রেফারেল রেজিষ্টার	প্যারামেডিক্স/সাইকোলজিস্ট/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী
৬	স্কুলে ভর্তি সংক্রান্ত রেজিষ্টার	এডুকেটর
৭	প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভর্তি সংক্রান্ত রেজিষ্টার	লাইফস্কিল ট্রেইনার কাম জব প্লেসমেন্ট অফিসার
৮	ষ্টক রেজিষ্টার	উপপ্রকল্প পরিচালক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
	প্রতিবেদন ফরমেটসমূহ	
৯	ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট ইউনিটে সেবা প্রদানকৃত শিশুর প্রতিবেদন	ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কোঅর্ডিনেটর
১০	শিশুর ধরণ অনুযায়ী প্রতিবেদন	কেইস ম্যানেজার
১১	মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (শিশু সংক্রান্ত)	কেইস ম্যানেজার
১২	কেন্দ্রের সার্বিক কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রতিবেদন	উপপ্রকল্প পরিচালক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
১৩	প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন	লাইফস্কিল ট্রেইনার কাম জব প্লেসমেন্ট অফিসার

১৫.২: কেন্দ্র কর্তৃক প্রতি মাসের শেষ কার্যদিবস প্রতিবেদন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ইউনিটে প্রেরণ করবেন। কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের আলোকে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করা হবে।

১৫.৩: প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনের ব্যবস্থা থাকবে। জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ এর দশম গ্রেড পর্যন্ত জনবলের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনে কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রনকারী কর্মকর্তা (উপপ্রকল্প পরিচালক) অনুস্বাক্ষর করবেন এবং কর্মসূচি পরিচালক প্রতিস্বাক্ষর করবেন। উপপ্রকল্প পরিচালক এবং হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনে কর্মসূচি পরিচালক অনুস্বাক্ষর করবেন এবং মহাপরিচালক প্রতিস্বাক্ষর করবেন।

১৬.০: শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য গঠিত কমিটি:

শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য কমিটি গঠন ও কর্মপরিধি নিম্নরূপ:

১৬.১: কার্যক্রম বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ): সরকার/সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়োগকৃত একজন পূর্ণকালীন/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মসূচি পরিচালক (পিডি) দ্বারা কর্মসূচি বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ) পরিচালিত হবে। পিআইইউতে কর্মসূচি পরিচালক ব্যতীত হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, প্রশাসনিক সহকারি, উন্নয়ন সহকারি, প্রকিউরমেন্ট এ্যাসিস্ট্যান্ট, অফিস সহকারি এবং ড্রাইভার পদের ব্যবস্থা রাখা আছে। শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকারি চাকরি বিধিমালা/নিয়মাবলী অনুসারে পদশূণ্যতা বিবেচনায় জনবল নিয়োগ করা হবে। উপপ্রকল্প পরিচালক কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা ও তদারকির দায়িত্ব পালন করবেন।

১৬.২: জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি:

সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে ১০ (দশ) সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটির কাঠামো ও কর্মপরিধি নিম্নে বর্ণিত হলো:

১	সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২	অতিরিক্ত সচিব (কার্যক্রম), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩	মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর	সদস্য
৪	প্রতিনিধি, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫	প্রতিনিধি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬	প্রতিনিধি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য

৭	প্রতিনিধি, প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮	প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯	যুগ্মসচিব/উপসচিব (কার্যক্রম), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০	কর্মসূচি পরিচালক, শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র	সদস্য সচিব

কমিটি নতুন সদস্য কো-অপ্ট ও সাব-কমিটি গঠন করতে পারবে। কমিটি প্রতি ছয় মাস অন্তর অন্ততঃ একটি সভা আয়োজন করবে।

জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির কর্মপরিধি:

- ❖ কার্যক্রম বাস্তবায়নে আর্থিক সীমাবদ্ধতার বিষয়ে সুপারিশ করা ;
- ❖ কার্যক্রম বাস্তবায়নকালে উদ্ভূত সমস্যা সমাধান করা;
- ❖ কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক রেফারকৃত যেকোন বিষয়ে মতামত ও সুপারিশ প্রদান;
- ❖ সার্বিক কার্যক্রম মনিটরিং ও মূল্যায়ন করা;
- ❖ কার্যক্রম বাস্তবায়ণে প্রয়োজনের নিরিখে নীতি নির্ধারণ করা।

১৬.৩: কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি)

মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতরের সভাপতিত্বে ০৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটির কাঠামো ও কর্মপরিধি নিম্নরূপ:

১.	মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর	সভাপতি
২.	উপসচিব (কার্যক্রম), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), সমাজসেবা অধিদফতর	সদস্য
৪.	পরিচালক (কার্যক্রম), সমাজসেবা অধিদফতর	সদস্য
৫.	প্রতিনিধি, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	সদস্য
৬.	প্রতিনিধি, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
৭.	কর্মসূচি পরিচালক, শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র	সদস্য সচিব

কমিটি নতুন সদস্য কো-অপ্ট ও সাব-কমিটি গঠন করতে পারবে। কমিটি প্রতি তিন মাস অন্তর বা এডহক ভিত্তিতে সভা আয়োজন করবে।

কমিটির কর্মপরিধি:

- ❖ কার্যক্রম বাস্তবায়নকালে উদ্ভূত সমস্যা সমাধান করা;
- ❖ কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং আর্থিক অগ্রগতি মনিটর করা;
- ❖ প্রয়োজনীয় সম্পদ (জনবল, আর্থিক, স্থাবর সম্পত্তি, মালপত্র ও প্রশাসনিক সহায়তা) নিশ্চিতকরণ;
- ❖ সম্পন্ন কাজের মূল্যায়ন করা এবং এই সকল বিষয় চুড়ান্তকরণ।

১৬.৪: জেলা স্টিয়ারিং কমিটি :

সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে জেলা স্টিয়ারিং কমিটি (ডিএসসি) গঠিত হবে। কমিটির কাঠামো ও কর্মপরিধি নিম্নরূপ:

১	জেলা প্রশাসক	**সভাপতি**
২	সিভিল সার্জন	সদস্য
৩	উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়	সদস্য
৪	উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
৫	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	সদস্য
৬	জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
৭	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য

৮	জেলা তথ্য অফিসার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	সদস্য
৯	প্রবেশন অফিসার, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়	সদস্য
১০	জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনিত এনজিও প্রতিনিধি	সদস্য
১১	উপপ্রকল্প পরিচালক, শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র	সদস্য সচিব

কমিটি নতুন সদস্য কো-অপ্ট ও সাব-কমিটি গঠন করতে পারবে। কমিটি প্রতি তিন মাস অন্তর অন্ততঃ একটি সভা আয়োজন করবে।

কমিটির কর্মপরিধি:

- কেন্দ্রের কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও কর্মতৎপরতা তদারকি করা।
- মানব সম্পদসহ কেন্দ্রের যাবতীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটি বা জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির সুপারিশ/ গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা।
- কেন্দ্রের সার্বিক কার্যক্রম ও সেবাসমূহের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য উপপ্রকল্প পরিচালককে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা/পরামর্শ প্রদান।
- কেন্দ্রের সার্বিক কার্যক্রম মূল্যায়ন করা ।
- কেন্দ্রের নিবাসী শিশুর বয়স ভিত্তিক বিন্যাস এবং সেবা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অনুশাসন জারি।
- জেলা পর্যায়ের সেবাদানকারী ও সহযোগীদের সমন্বয়ে কার্যকর নেটওয়ার্ক স্থাপন করা ।
- সরকারী, বেসরকারী এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে শিশুর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ও পুন:একীকরণ/ পুনর্বাসনে সংশ্লিষ্টদের উদ্বুদ্ধ করা।
- জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক অর্পিত অন্য কোন প্রাসঙ্গিক দায়িত্ব পালন করা।

১৬.৫: কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি

কেন্দ্রের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও প্রতিটি শিশুর অগ্রগতি নিশ্চিত করার জন্য সেন্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি (সিএমসি) গঠন করতে হবে। স্বতন্ত্র পরিচর্যা পরিকল্পনার মাধ্যমে শিশুদের ঝুঁকি নিরসন ও সুরক্ষা সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষন করা সিএমসির দায়িত্ব। সঠিক যত্ন ও পরিচর্যা করার জন্য শিশুদের বয়স অথবা কেন্দ্রে অবস্থানের মেয়াদকালের ভিত্তিতে দল গঠন করা হবে। সেন্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি (সিএমসি) গঠনে নিম্নবর্ণিত কাঠামো অনুসরণ করা হবে:

১.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
২.	সিভিল সার্জন কর্তৃক মনোনিত মেডিকেল অফিসার	সদস্য
৩.	জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
৪.	শহর/উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য
৫.	হাসপাতাল সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য
৬.	এজেন্ডা ভিত্তিক কেন্দ্রে কর্মরত কর্মচারী	সদস্য
৭.	বয়স ভিত্তিক শিশু দল/ গ্রুপের প্রতিনিধি	সদস্য
৮.	উপপ্রকল্প পরিচালক, শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র	সদস্য সচিব

কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রতি মাসে অন্ততঃ একটি সভা করবে এবং নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে :

- ❖ কেন্দ্রের সকল শিশুর জন্য গৃহীত স্বতন্ত্র পরিচর্যা পরিকল্পনার মাধ্যমে আশ্রয়, খাদ্য, পোষাক, ঔষধ, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, বিনোদন, মনোসামাজিক সহায়তা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধাসহ পরিচর্যা ও সহায়তা সেবা নিশ্চিত করা।
- ❖ কেন্দ্রের মানসম্মত সেবা ও সহযোগিতা নিশ্চিত করা।
- ❖ মাসিক/ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ঔষধ ক্রয় সংক্রান্ত কাজ বাস্তবায়ন করা।
- ❖ শিশুদের জন্য গৃহীত স্বতন্ত্র পরিচর্যা পরিকল্পনা নিয়মিতভাবে পর্যালোচনার মাধ্যমে শিশুদের সেবা সহায়তা নিশ্চিত করা এবং প্রয়োজন অনুসারে সংশোধন বা পরিবর্তন করা।
- ❖ বয়স অনুসারে শিশুর কারিগরী প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা এবং চাকুরির সুযোগ সৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা।
- ❖ শিক্ষা ও জীবন দক্ষতা উন্নয়নমুলক কার্যক্রম নিশ্চিত করা।
- ❖ পুনঃএকীকরণ বা পুনর্বাসন পরবর্তী ফলোআপ নিশ্চিত করা।
- ❖ পরিকল্পিত দৈনন্দিন কার্যক্রমের তালিকা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।
- ❖ কেন্দ্র কর্তৃক সকল নথি/রেজিষ্টার যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা, পরীক্ষা নিরীক্ষা করা এবং এগুলো মাসিক পর্যালোচনা সভায় স্বাক্ষরিত এবং সিলমোহর করা হয়েছে কিনা নিশ্চিত করা।
- ❖ কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব সিএমসি সভাপতি বাস্তবায়ন করবেন।

১৭.০: বাস্তবায়ন নির্দেশিকা সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের ক্ষমতা :

কর্তৃপক্ষ নির্দেশিকা সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

স্বাক্ষরিত/-
১৫/০১/২০১৯
মোঃ জিল্লার রহমান
সচিব
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

সংযোজনীসমূহ

সংযোজনি-১

কর্মচারিদের কর্মপরিধি

পদবী	সুপারভাইজর	প্রধান দায়িত্ব	মন্তব্য
কর্মসূচি পরিচালক	মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর	• কর্মসূচির সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা । • কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে কর্মসূচি পরিচালক কার্যক্রমের সার্বিক বিষয়ে নেতৃত্ব, তত্ত্বাবধান ও দিক-নির্দেশনা প্রদান করবেন। • কেন্দ্রসমূহের আর্থিক কার্যক্রম তদারকি। • কর্মসূচির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আন্তঃকেন্দ্র বদলি ও পদায়ন। • উর্ধ্বতন কর্তৃক সময়ে সময়ে অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন করা।	কর্মসূচি বাস্তবায়ন ইউনিট
উপপ্রকল্প পরিচালক	কর্মসূচি পরিচালক	• কেন্দ্র পরিচালনার সার্বিক কার্যক্রম ও আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা। • সরকারি বিধিবিধান অনুসরণ করে উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান, দরদাতা নির্বাচন ও খাদ্যদ্রব্য, বিছানাপত্র, পোষাক পরিচ্ছদ, কিচেন ইউটেনসিলস ইত্যাদি সংগ্রহ (প্রকিউরমেন্ট) বিল প্রদান। • জেলা প্রশাসন, জেলা সমাজসেবা কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন। • কেন্দ্রে দায়িত্বরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীগনের দৈনন্দিন কাজ তদারকি করণ। • স্থানীয় জনপ্রতিনিধি/সমাজ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের সাথে যোগাযোগ স্থাপন • সংশ্লিষ্ট পুলিশ স্টেশন (থানা) ও প্রবেশন অফিসারের সাথে নিয়মিত সংযোগ রক্ষা। • শিশুদের জন্য বাজারমুখী কারিগরী প্রশিক্ষণ নির্বাচন নিশ্চিতকরণ। • কেন্দ্রে স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ, পরিস্কার কক্ষ/স্নানাগার/টয়লেট এবং শিশুদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য রক্ষা নিশ্চিতকরণ। • নিজ অধিক্ষেত্রের শিশুদের সুরক্ষা ও শিশু অধিকারসমুহ নিশ্চিতকরণ। • কেন্দ্রের শিশুদের সঠিক কেইস বিশ্লেষণ এবং পুন:একীকরণ নিশ্চিতকরণ। • মাসিক পর্যালোচনা সভাসহ অন্যান্য সকল সভা নিয়মিত আয়োজন ও অংশগ্রহণ করা। • কেন্দ্র ভিত্তিক মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনসহ অন্যান্য প্রতিবেদন নির্দিষ্ট সময়ে প্রস্তুত এবং কর্মসূচি বাস্তবায়ন ইউনিটে প্রেরণ। • কেন্দ্রের হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত কাজের জন্য একজন কর্মচারীকে দায়িত্ব প্রদান করা। • উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন করা।	শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	কর্মসূচি পরিচালক	• কর্মসূচির তহবিল গ্রহণ ও প্রদানসহ কর্মসূচির হিসাব নিয়মিত সংরক্ষণ করা। • কর্মসূচির আর্থিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্থিক নীতিমালা তৈরী। • কর্মসূচি পরিচালককে মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক হিসাব বিবরণী তৈরী ও আর্থিক বিষয়ে সহায়তা করা। • সরকারের আর্থিক বাস্তবায়ন কার্যক্রম যথাযথভাবে অনুসরণ করা। • কেন্দ্রসমুহের অভ্যন্তরীন অডিট সম্পাদন করা। • সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ রাখা। • কর্মসূচি বাস্তবায়ন ইউনিট ও কেন্দ্রের আর্থিক বিষয় সংক্রান্ত কাজ। • কর্মসূচি পরিচালক কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন করা।	কর্মসূচি বাস্তবায়ন ইউনিট

পদবী	সুপারভাইজর	প্রধান দায়িত্ব	মন্তব্য
ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কো-অর্ডিনেটর	উপপ্রকল্প পরিচালক	• ভর্তির প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা। • ঝুঁকিতে থাকা শিশুদের জরুরী সেবা প্রদান। • কেন্দ্রে আগত শিশুদের ঝুঁকি নির্ণয় করা। • টেলিফোন হেল্পলাইনে যোগাযোগকারী (নিজে বা প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির দ্বারা) ঝুঁকিতে থাকা যেকোন শিশুর কাছে পৌচানো ও প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা। • সমাজসেবা অথবা সরকারী বা বেসরকারী প্রথিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত অন্যান্য শিশুসুরক্ষা সেবাসমূহের সাথে যোগাযোগ রাখা। • নির্দিষ্ট এলাকার অন্যান্য জরুরী সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে নিবিড় সম্পর্ক রক্ষা করা। • উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন।	শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র
কেইস ম্যানেজার	উপপ্রকল্প পরিচালক	• ভর্তিকালীন সময়ে শিশুর তথ্য তালিকাবদ্ধ করা, শিশুদের যাবতীয় সমস্যা খুঁজে বের করা ও লিপিবদ্ধ করা। • শিশুর ঝুঁকির ধরণ ও চাহিদা অনুযায়ী ব্যক্তিগত পরিচর্যা পরিকল্পনা তৈরী করা। • ব্যক্তিগত পরিচর্যা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে শিশু ও কেন্দ্রের বিভিন্ন সেবাসমূহের মধ্যে সমন্বয় ও অগ্রগতি নিশ্চিত করা। • নির্দিষ্ট সময়ে কেইস কনফারেন্সের আয়োজন করা। • কেন্দ্রে আগত সকল শিশুর জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিত করা। • পরিবারে শিশুদের পুন:একীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন। • পুনঃএকীকরণ পরবর্তী ফলোআপ নিশ্চিত করা। • প্রতি মাসে নির্ধারিত সময়ে মাসিক প্রতিবেদনসহ সকল প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক উপপ্রকল্প পরিচালকের কাছে দাখিল করা। • উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন।	শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র
সাইকোলজিস্ট	উপপ্রকল্প পরিচালক	• ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট ইউনিটে আগত শিশুদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান। • শিশুদের মানসিক ও সামাজিক পরিপক্কতা যাচাই। • শিশুদের বিপদ/মানসিক যন্ত্রণার ঘটনা খুঁজে বের করা এবং তা উপশমে সহায়তা করা। • শিশুদের আবেগীয় সহযোগিতা দান করা। • শিশুদের নির্দিষ্ট মানসিক সমস্যার প্রতি দৃষ্টি দেয়া। • আচরণগত এবং শারীরিক ও মানসিক উন্নয়নে শিশুদের সাহায্য করা। • ভাষা ও আচরণগত বিশৃঙ্খলার কারন নির্ণয় ও বিশ্লেষণ করা। • উন্নত সেবার জন্য বিশেষজ্ঞ মনোচিকিৎসকের নিকট রেফার করা। • উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন।	শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র
এডুকেটর	উপপ্রকল্প পরিচালক	• নিবাসী শিশুদের শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা। • নিবাসী শিশুদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সেশন পরিচালনা করা। • কেন্দ্রে অবস্থানরত শিশুদের প্রান্তিক যোগ্যতা যাচাই করা। • শিক্ষা উপকরণ তৈরী ও তার ব্যবহার নিশ্চিত করা। • শিশুদের মূলধারার পাঠদান ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করা। • স্থানীয় স্কুলের প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও ফলোআপ করা। • পুনঃএকীকরণের পর শিশুদের বাড়ী/স্কুল পরিদর্শন করা। • শিশুদের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব প্রদান করা। • সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়ক হিসেবে কাজ করা। • উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন করা।	শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

পদবী	সুপারভাইজর	প্রধান দায়িত্ব	মন্তব্য
প্রশাসনিক সহকারি	কর্মসূচি পরিচালক	• কর্মসূচি বাস্তবায়ন ইউনিটকে প্রশাসনিক লজিস্টিক এবং দাপ্তরিক কাজে সহায়তা। • দিনলিপি পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করা। • কর্মসূচি বাস্তবায়ন টিমের অগ্রাধিকার এবং চাহিদা বিবেচনা করত: সভার আয়োজন করা। • দফতরের দলিলাদি ও নথিপত্র সংরক্ষণ করা। • জনবল নিয়োগ, বদলি ও পদায়ন সংক্রান্ত কাজ। • ব্যক্তিগত নথি ও তথ্যাদি পরিচালনা ও হালনাগাদ করা। • আউটগোয়িং এবং ইনকামিং চিঠিপত্রের তথ্যাদি সংরক্ষণ করা। • কর্মসূচি পরিচালক কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন করা।	কর্মসূচি বাস্তবায়ন ইউনিট
উন্নয়ন সহকারি	কর্মসূচি পরিচালক	• মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা। • ইউনিটের অভ্যন্তরের ও বাহিরের ক্লায়েন্ট ও কর্মকর্তাদের প্রাথমিক যোগাযোগ ও সংযোগকারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করা। • জনবলের ছুটি সংক্রান্ত কাজ। • কর্মসূচি পরিচালক কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন করা।	কর্মসূচি বাস্তবায়ন ইউনিট
সোশ্যাল ওয়ার্কার	উপপ্রকল্প পরিচালক	• কর্মসূচির সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ ও অংশগ্রহণ করতে শিশুদের মোবিলাইজ করা। • শিশুদের পুনএকীকরণ, পুনর্বাসন ও সামাজিকীকরণে উৎসাহিত করা। • সমাজকে শিশু অধিকার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা। • শিশুসুরক্ষা বিষয়ক সমস্যা চিহ্নিত এবং তা সমাধানের চেষ্টা করা। • পরিবারে শিশুদের পুন:একীকরণ, রেফারেল ও পুনর্বাসন সেবা নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/সমিতির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা। • সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সেলর/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সাথে সাক্ষাৎ ও আলোচনার মাধ্যমে শিশুকে বা শিশুর পরিবারকে কী কী সহায়তা প্রদান করতে পারে তা নির্ণয় করা। • স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বা এনজিও কী সহায়তা প্রদান করতে পারে তা নির্ণয় করা। • উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন।	শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র
লাইফস্কিল ট্রেনার কাম জব প্লেসমেন্ট অফিসার	উপপ্রকল্প পরিচালক	• ১৪ বছর উর্ধ্ব শিশু প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচন। • নিবাসী শিশুদের জন্য রিসোর্স ম্যাপিং এর মাধ্যমে কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংগঠন চিহ্নিতকরণ, প্রদেয় ট্রেডের তালিকা প্রস্তুতকরণ এবং প্রদেয় প্রশিক্ষণের মান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা। • ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুদের ঝুঁকিসমূহ সম্পর্কে অবহিত করা এবং তাদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা বিষয়ে সচেতন করা। • শিশুর চাহিদা, আগ্রহ অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য প্রশিক্ষণ ট্রেড নির্বাচন। • কারিগরী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী শিশুদের ভর্তি এবং প্রশিক্ষণে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ। • কারিগরী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকালীন সময়ে প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে শিশুদের কাজের পরিবেশ ও সুরক্ষা ফলোআপ/মনিটর করা। • নিয়মিতভাবে চাকুরীদাতা/সার্ভিস প্রোভাইডার/মালিকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা এবং প্রশিক্ষিত নিবাসী শিশুদের শিক্ষানবীস হিসেবে চাকুরীতে নিযুক্ত করা। • প্রশিক্ষণ ও চাকুরীপ্রাপ্ত শিশুদের তথ্য সংরক্ষণ করা । • চাকুরীপ্রাপ্ত শিশুদের কমপক্ষে ছয়মাস ফলোআপ করা। • প্রতিমাসে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করত: মাসের শেষ কর্মদিবসে উপপ্রকল্প পরিচালক বরাবরে পেশ করা। • উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন।	শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

পদবী	সুপারভাইজর	প্রধান দায়িত্ব	মন্তব্য
ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টর	উপপ্রকল্প পরিচালক	• নিয়মিত শরীরচর্চা কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুদের শারীরিকভাবে সুস্থ্য রাখা। • কেন্দ্রে আনন্দময় পরিবেশ নিশ্চিত করা। • প্রতিভাবান শিশুদের নিয়ে সাংস্কৃতিক দল গঠন করা। • গৃহাভ্যন্তর এবং বহিরাঙ্গনে খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। • পান্ডুলিপি তৈরীর মাধ্যমে অভিনয়, লোকগীতি প্রভৃতির আয়োজন করা। • চিত্রাংকন, আবৃতি বা অন্য কোন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিশুদের সৃষ্টিশীলতার বিকাশ করা। • সামাজিক যোগাযোগ ও খেলাধূলার মাধ্যমে শিশুদের শারীরিক ও আবেগজনিত চাহিদা মেটানো। • জাতীয় এবং আর্ন্তজাতিক দিবসে বিভিন্ন কার্যক্রমে শিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। • সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে শিশুদের অংশগ্রহণের তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করা ও প্রতিবেদন তৈরী করা। • উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন।	শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র
কেয়ার গিভার	উপপ্রকল্প পরিচালক	• ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট ইউনিটে আগত শিশুদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান। • শিশুদের সেবা ও সহযোগিতা দানের পরিকল্পনা তৈরী করা। • পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান, পরিপাটি থাকা ও স্বাস্থ্যবিধি পালন নিশ্চিত করা। • আদব কায়দা, আচরণবিধি, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা শিক্ষায় শিশুদের অভ্যস্ত করে তোলা। • টাওয়েল ও কাপড়-চোপরসহ বিছানার চাদর ধোয়া ও পরিবর্তনে সাহায্য করা। • সামাজিক যোগাযোগ ও খেলাধূলার মাধ্যমে শিশুদের শারীরিক ও আবেগজনিত চাহিদা মিটানো। • অনাকাঙ্খিত লক্ষণ, পরিবর্তন, ক্ষত ইত্যাদি পর্যবেক্ষন করা ও উপপ্রকল্প পরিচালকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে অবহিত করা। • উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন।	শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র
প্যারামেডিক্স	উপপ্রকল্প পরিচালক	• ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট ইউনিটে আগত শিশুদের প্রয়োজনীয় প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান। • নিবন্ধনকৃত প্রতিটি শিশুর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা এবং এ সংক্রান্ত তথ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা। • বাংলাদেশ স্বাস্থ্যনীতি অনুযায়ী একজন প্যারামেডিক্স এর সীমাবদ্ধতা, চিকিৎসা ও ঔষধ প্রদান নীতিমালা কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে। • উন্নত চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল/ক্লিনিকে রেফার করা। • বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও এ্যাম্বুলেন্স সুবিধাসহ সকল সরকারি চিকিৎসা সুবিধাদির সাথে সময়োচিত রেফারেল সেবা নেওয়ার লক্ষ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা। • কিশোরীদের তালিকা প্রস্তুত পূর্বক জেলা হাসপাতাল অথবা স্বীকৃত চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে কিশোরীদের টিকা/প্রতিষেধক প্রদানের ব্যবস্থা করা । • শিশুর রক্তের গ্রুপ নির্ধারণ করা হবে এবং স্বাস্থ্য কার্ডে তা লিপিবদ্ধ থাকবে।	শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

পদবী	সুপারভাইজর	প্রধান দায়িত্ব	মন্তব্য
		• নিয়মিতভাবে স্বাস্থ্যকার্ড (হার্ড ও সফ্ট কপি উভয়ই) সংরক্ষণ করা। • ঔষধের মজুদ রেজিস্টার ও কেন্দ্রভিত্তিক মিনি ফার্মেসী রক্ষণাবেক্ষণ। • কেয়ার গিভার, হাউজ মাদার/ব্রাদার এবং শিশু দলকে প্রাথমিক পরিচর্যা প্রশিক্ষণ প্রদান। • সমাজসেবা অধিদফতরের হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা। • উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন।	
প্রকিউরমেন্ট এ্যাসিসটেন্ট	কর্মসূচি পরিচালক	• প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত বিড ডকুমেন্টস্, কন্ট্রাক্ট ডকুমেন্ট, রিকোয়েস্ট ফর কোটেশন, বিড/টেন্ডার মূল্যায়ণ ও প্রতিবেদন প্রস্তুত করা। • কর্মসূচির প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত সকল কাজ। • প্রকিউরমেন্ট কার্যক্রমের খসড়া পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা। • প্রতি তিন মাস অন্তর প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ে প্রতিবেদন কর্মসূচি পরিচালক বরাবর উপস্থাপন। • কর্মসূচি পরিচালক কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন করা।	কর্মসূচি বাস্তবায়ন ইউনিট
আউটরিচ ওয়ার্কার	উপপ্রকল্প পরিচালক	• সমাজকে শিশু অধিকার ও শিশু সুরক্ষা বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা। • সমাজকর্মীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার ঝুঁকিতে থাকা শিশুদের তথ্য সংগ্রহ করা। • চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ ও দলিলাদি (চিঠি,প্রতিবেদন ইত্যাদি) সংগ্রহ করা। • স্থানীয় অন্যান্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা। • শিশুর পিতামাতা, আত্মীয় বা অভিভাবকের অবস্থানের ঠিকানা সংগ্রহ করা। • প্রাপ্ত ঠিকানা অনুযায়ী বাড়ী/এলাকা পরিদর্শন করা। • শিশুর পিতামাতা, আত্মীয় বা অভিভাবক এর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা। • উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন।	শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র
হাউজ মাদার/ ব্রাদার	উপপ্রকল্প পরিচালক	• পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান, পরিপাটি থাকা ও স্বাস্থ্যবিধি পালনে সহযোগিতা প্রদান। • আদব-কায়দা, আচরণবিধি, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা শিক্ষায় শিশুদের অভ্যস্ত করা। • টাওয়েল ও কাপড় চোপর সহ বিছানার চাদর ধোয়া ও পরিবর্তনে সাহায্য করা। • শিশুদের চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তিতে সহায়তা করা। • অনাকাঙ্খিত লক্ষণ, পরিবর্তন, ক্ষত ইত্যাদি পর্যবেক্ষন করা ও উপপ্রকল্প পরিচালকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে অবহিত করা। • রন্ধনকালীন সময়ে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয় পর্যবেক্ষণ ও তদারক করা। • নির্ধারিত সময়ে কেন্দ্রে দায়িত্ব পালন করা। • নিবাসী শিশুদের খাবার ও তদসংক্রান্ত সকল বিষয়ে দায়িত্ব পালন করা। • উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন করা।	শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র
অফিস সহকারী	কর্মসূচি পরিচালক	• হিসাব সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন। • হিসাব সংক্রান্ত সকল রেকর্ড, রেজিষ্টার, মজুদ বহি, চেক বই ইত্যাদি সংরক্ষণ এবং হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাকে সহায়তা প্রদান করা। • কেন্দ্রে অর্থ প্রেরণ সংক্রান্ত চেকসমূহ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে জমা প্রদান। • সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করণ, প্রস্তুত ও উপস্থাপনায় সহায়তা প্রদান। • জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত কাজে সহায়তা। • কর্মসূচি পরিচালকের দফতরের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করা। • কর্মসূচি বাস্তবায়ন ইউনিটকে প্রশাসনিক লজিস্টিক এবং দাপ্তরিক কাজে সহায়তা। • কর্মসূচি পরিচালক কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন করা।	কর্মসূচি বাস্তবায়ন ইউনিট

পদবী	সুপারভাইজর	প্রধান দায়িত্ব	মন্তব্য
গাড়ি চালক	কর্মসূচি পরিচালক	• কর্মসূচির যান চালোনা। • লগ বই সংরক্ষণ। • যানবাহন রক্ষণাবেক্ষন করা । • কর্মসূচি পরিচালক কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন করা।	কর্মসূচি বাস্তবায়ন ইউনিট
এমএলএসএস	কর্মসূচি পরিচালক	• নথি, চিঠিপত্র আদান-প্রদান। • কর্মসূচি পরিচালক কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন করা।	কর্মসূচি বাস্তবায়ন ইউনিট
ক্লিনার	কর্মসূচি পরিচালক	• অফিস পরিস্কার- পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক যাবতীয় কাজ।	কর্মসূচি বাস্তবায়ন ইউনিট
সিকিউরিটি গার্ড	উপপ্রকল্প পরিচালক	• কেন্দ্রের সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা • উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন	শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র
কুক	উপপ্রকল্প পরিচালক	• দিনে তিনবার খাবার রান্না করা। • রান্নাঘর ও খাবার তৈরীতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বজায় রাখা। • খাবার বন্টনে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা। • স্বল্পমূল্যের পুষ্টিকর খাবার সম্পর্কে ধারণা। • শিশুদের সাথে আচরণে ধৈর্য রাখা। • খাবার তৈরীতে বৈচিত্র আনা। • প্রতিদিনের রান্নার খরচের হিসাব রক্ষা করা। • উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন।	শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র
সহকারী কুক	উপপ্রকল্প পরিচালক	• দিনে তিনবার খাবার রান্নার কাজে সহায়তা করা। • রান্নাঘর ও খাবার তৈরীতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বজায় রাখা। • খাবার বন্টনে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা। • স্বল্পমূল্যের পুষ্টিকর খাবার সম্পর্কে ধারণা । • শিশুদের সাথে আচরণে ধৈর্য রাখা। • খাবার তৈরীতে বৈচিত্র আনা। • প্রতিদিনের রান্নার খরচের হিসাব রক্ষা করা। • উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন।	শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র
আয়া/ খানসামা	উপপ্রকল্প পরিচালক	• রান্নাঘর ও খাবার তৈরীতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বজায় রাখা • শিশুদের সাথে আচরণে ধৈর্য রাখা • রান্নাঘর, টয়লেট/ গোসলখানা সহ দিনে তিনবার সমস্ত কেন্দ্র পরিস্কার করা • উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন	শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

বি: দ্র: কেন্দ্রের হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত কাজের জন্য উপপ্রকল্প পরিচালক একজন কর্মচারীকে অফিস আদেশের মাধ্যমে দায়িত্ব প্রদান করবেন।

সংযোজনী-২

কেন্দ্রসমূহের জন্য অবশ্যকরণীয় আচরণবিধি

ভূমিকা :

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ একটি আর্ন্তজাতিক সার্বজনীন মানবাধিকার দলিল। এ সনদ শিশুদের সর্বোত্তম স্বার্থ সামগ্রিক বিবেচনায় রেখে মর্যাদা, বৈষম্য থেকে মুক্তি, বেঁচে থাকা, উন্নয়ন, সুরক্ষা ও অংশগ্রহণ সম্পর্কিত শিশুদের অধিকারের জন্য একটি সার্বজনীন মানদন্ড প্রতিষ্ঠা করেছে। বিশেষ করে ঝুঁকিতে থাকা শিশুদের ক্ষেত্রে UNCRC (United Nation's Convention on the Rights of the Child) বাস্তবায়নের দু'টি মূলনীতি হলো সুরক্ষা ও অংশগ্রহণ। শিশুদের জীবনে সহায়তামূলক হস্তক্ষেপের (Intervening) প্রধান বিষয় সুরক্ষা। নির্যাতন, শোষণ ও বিপদ থেকে তাৎক্ষণিক নিরাপত্তা প্রদান এর অন্তর্ভুক্ত।

শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদফতর শিশু অধিকার, শিশু উন্নয়ন ও শিশু সুরক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। তারই ধারাবাহিকতায় সমাজসেবা অধিদফতর ঝুঁকিতে থাকা শিশুদের তাৎক্ষণিক সহায়তার জন্য সেবার পরিসর বৃদ্ধি, ব্যবহার ও মান উন্নয়নের মাধ্যমে শিশুদের অধিকারসমূহ নিশ্চিতকল্পে দেশের ৭টি বিভাগীয় শহর এবং ৪ টি জেলায় (বরগুনা, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, কক্সবাজার) স্থাপিত ১১টি শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের মাধ্যমে সেবা প্রদান করছে। কেন্দ্রগুলো ঝুঁকিতে থাকা শিশুদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানপূর্বক পুনঃএকীকরণ ও পুনর্বাসন করছে। শিশু অধিকার নিশ্চিতকল্পে কেন্দ্রসমূহের জন্য অবশ্যকরণীয় আচরণ বিধি প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আচরণ বিধি জাতীয় শিশু নীতি ২০১১, জাতীয় শিশু আইন ২০১৩ এবং জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের আলোকে প্রস্তুত করা হয়েছে।

শিশু সুরক্ষার জন্য শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের পদক্ষেপসমূহ :

শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের নিবাসী শিশুকে তাৎক্ষণিক আশ্রয় ও প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানপূর্বক পরিবার বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে পুনঃএকীকরণ বা পুর্নবাসনের মাধ্যমে সমাজের মূল স্রোত ধারায় ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে কাজ করছে। এ লক্ষ্য অর্জনে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ হলো:

১. নিবাসী শিশুদের সর্বোত্তম স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা প্রদান করার জন্য প্রকল্পের সকলে অঙ্গীকারাবদ্ধ ;
২. সুরক্ষা পাবার ক্ষেত্রে সকল শিশুর সমান অধিকার আছে;
৩. শিশুদের প্রতি নির্যাতন, শোষণ বা যে কোন ধরনের সহিংসতা অগ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে;
৪. শিশু সংশ্লিষ্ট যে কোন আইনগত বিষয়ে জাতীয় শিশু আইনের ধারাসমূহকে অনুসরন করবে;
৫. শিশুদের সাথে সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করা;
৬. শিশুদের ক্ষমতায়িত করা এবং কেন্দ্রের ভিতরে ও বাইরে নিজেদের সুরক্ষিত রাখার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন;
৭. কেন্দ্রে অবস্থানকালীন সময়ে যদি কোন শিশু কোন কর্মী কর্তৃক নির্যাতন, সহিংসতা, অবহেলা বা কোন ধরনের শোষণের শিকার হয় তবে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;
৮. প্রতিটি শিশুর ঝুঁকি অনুযায়ী সেবা পরিকল্পনা তৈরি এবং সে অনুযায়ী সেবা প্রদান করবে;
৯. যদি কোন শিশুর নির্যাতনের সম্ভাবনা থাকে তাহলে সেই শিশুকে সহযোগিতা ও নিরাপত্তা প্রদানে কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;
১০. কেন্দ্রের সকল কর্মচারী "আচরণ বিধিমালা" মেনে চলতে বাধ্য থাকবে। কোন কর্মচারী আচরণ বিধিমালা বর্হিভূত কোন আচরণ করলে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;
১১. শিশু সুরক্ষাকল্পে করনীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে কর্মচারীবৃন্দের সুস্পষ্ট ধারনা আছে তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন ইউনিট কর্তৃক নিশ্চিত করতে হবে। এ বিষয়ে শিশু ও অভিভাবকদেরও সচেতন করতে হবে;
১২. নিজেদের নিরাপত্তা রক্ষায় শিশুর সক্রিয় অংশগ্রহণকে উৎসাহ প্রদান করা।

কেন্দ্রসমূহের জন্য অবশ্যকরণীয় আচরণ বিধি :

শিশু সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নে এ আচরণবিধিটি প্রণীত হয়েছে। শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে কর্মরত কর্মচারী, সরকারি/আধা সরকারি/বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি, কেন্দ্রে আগত ব্যক্তিবর্গের জন্য এই আচরণবিধি প্রযোজ্য হবে।

- ☑ শিশু অধিকারের বিষয়সমূহ বিবেচনায় রেখে নিবাসীদের প্রতি সবসময় মর্যাদা, সম্মান ও নিরপেক্ষ আচরণ করা;
- ☑ কোন নিবাসীকে নির্যাতন বা নিপিড়নের শিকার হতে দেখলে বা শুনলে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানানো;
- ☑ শিশুর মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা;
- ☑ শিশুবান্ধব পরিবেশ তৈরী করা;
- ☑ প্রশংসাসূচক শব্দ (উৎসাহ দেয়া, প্রশংসা করা, ধন্যবাদ দেয়া) বলা;
- ☑ শিশুদের সাথে কাজ করার সময় একজন সহকর্মীকে সাথে রাখা কিংবা এমন স্থানে কাজ করা যাতে অন্যের দৃষ্টিগোচর হয় (শুধুমাত্র একক কাউন্সেলিং ব্যতীত);
- ☑ শিশুদের প্রতি সম্ভাব্য নির্যাতনমূলক আচরণ কিংবা কোন হীনকর্ম যেন উপেক্ষিত না হয় তা নিশ্চিত করা;
- ☑ শিশুকে তার অধিকার, গ্রহণযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য আচরণ সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। কোন সমস্যা দেখা দিলে নিজেদের করণীয় সম্পর্কেও ধারণা দিতে হবে;
- ☑ কেন্দ্র থেকে যখন পুনঃএকীকরণ, চিকিৎসা সেবা গ্রহণ, প্রশিক্ষণ বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য কিংবা অন্যান্য বিশেষ প্রয়োজনে সেন্টারের বাইরে যায় তখন তাদের সাথে 'সেপরন' প্রদান করা। ছেলে শিশুর সাথে পুরুষ এবং মেয়ে শিশুর সাথে মহিলা সেপরন দিতে হবে (বিশেষ কোন এলাকা/স্থানে যাওয়ার সময় যদি নিরাপত্তা জনিত বিষয় থাকে সেক্ষেত্রে তাদের সাথে একজন পুরুষ সেপরনও যেতে পারেন)। মূলত সেপরন শিশুর সুরক্ষা এবং শিশুর প্রতি যে কোন ধরনের নিপীড়ন বা নির্যাতনের ঘটনায় সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।
- ☑ শিশুর কৃষ্টি, ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা এবং নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর সামাজিক রীতি-নীতি ও মূল্যবোধকে বিবেচনায় রাখা।

কেন্দ্রসমূহের জন্য বর্জনীয় আচরণবিধি :

- ☑ শিশুকে নিয়ে একা দীর্ঘ সময় কাটানো;
- ☑ নিবাসী শিশুকে কর্মরত কোন কর্মচারীর বাসায় রাত্রী যাপনের জন্যে নেয়া এবং নিবাসী শিশুর সাথে একই বিছানা বা ঘরে ঘুমানো (সেপরন হিসেবেও না) ;
- ☑ শিশুকে আঘাত, মারধোর করা কিংবা গরম কিছু দিয়ে ছ্যাকা/পুড়ে দেয়া অথবা শারীরিকভাবে কোন রকম নির্যাতন করা;
- ☑ শিশুর সাথে শারীরিক /যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা। শারীরিকভাবে এমন কোন অঙ্গ-ভঙ্গি দেখানো কিংবা ইঙ্গিত করা যা অনুপযোগী কিংবা যৌন উত্তেজনাকর;
- ☑ ইচ্ছাকৃতভাবে এমন কোন আচরণ বা ব্যবহার করা যা নির্যাতনমূলক মনে হতে পারে কিংবা যা শিশুকে নির্যাতনের ঝুঁকিতে ফেলতে পারে বা যা শিশুকে লজ্জিত, অপমানিত, মর্যাদাহানি অথবা তাদের মনে মানসিক নির্যাতন হিসেবে দাগ কাটে;
- ☑ এমন কোন **ভাষার ব্যবহার** কিংবা উপদেশ দেয়া যা অনুপযোগী, অশালীন, আক্রমনাত্মক অথবা নেতিবাচক হয়;
- ☑ কোন শিশুকে আলাদা করে দেখা বা পক্ষপাতমূলক আচরণ করা অর্থাৎ বৈষম্যমূলক আচরণ করা (ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ ইত্যাদি ক্ষেত্রে)
- ☑ বয়সে বড় শিশুর তুলনামূলকভাবে কম বয়সী শিশুর সাথে একই কক্ষে রাখার ব্যবস্থা থাকা। বয়সে বড় শিশুর দ্বারা ছোট শিশুর নির্যাতনমূলক কোন আচরণ যেমন- পুড়ে দেয়া, ছ্যাঁকা দেয়া, গরম পানি ঢেলে দেয়া ইত্যাদি ক্ষমা করা, উপেক্ষা করা অথবা এ ধরনের কোন কাজে শিশুকে উৎসাহিত করা।
- ☑ শিশুকে তার **'শরীরের নিজস্ব সীমানায়'** যা একান্ত তার নিজের এমন কোন স্থানে স্পর্শ করা (চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষার ক্ষেত্র ব্যতীত)। এছাড়া শিশুকে আদর করে কোলে তুলে নেয়া, চুমু দেয়া, জড়িয়ে ধরা;
- ☑ সন্ধ্যার পর কোন পুরুষ কর্মী মেয়ে শিশুদের কেন্দ্রে প্রবেশ করা।
- ☑ শিশুর সামনে ধূমপান করা কিংবা নেশাগ্রস্ত থাকা
- ☑ শিশুর সুরক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার নিজের অংশগ্রহণকে বাধাপ্রাপ্ত করা।

শিশুর ফটোগ্রাফ/ভিডিও ধারণ করার সময় করণীয়:

- ⇨ ছবি কিংবা ভিডিও ধারন করার পূর্বে শিশুকে ছবি তোলার উদ্দেশ্য, ছবিটি কোথায় ব্যবহার করা হবে তা জানানো;
- ⇨ ছবিতে শিশুকে সুরুচিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করা। কোনভাবেই যেন তাদের বিপন্ন বা অসহায় অবস্থায় ছবি তোলা না হয়;
- ⇨ ছবির জন্য শিশুকে আবেদনময়ী পোজ দিতে প্রস্তাব না দেয়া;
- ⇨ শিশুদের (ছেলে ও মেয়ে) শরীর যথোপযুক্তভাবে কাপড় দ্বারা আবৃত অবস্থায় ফটোগ্রাফ/ছবি গ্রহণ। পোষাকবিহীন অবস্থায় কোন শিশুর ছবি গ্রহণ না করা ;
- ⇨ শিশুর ধারণকৃত ছবি/ভিডিওর হার্ড এবং সফট কপি যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে সংরক্ষণ করা, যাতে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করা যায়।

এ আচরণবিধি পূর্ণাঙ্গ নয়। কর্মচারীগণ অবশ্যই এমন কাজ বা আচরণ থেকে বিরত থাকবেন যা হীনকর্ম কিংবা নির্যাতনমূলক আচরণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

সংযোজনী-৩

ফরম নং-১

শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, ------------------- (বালক/ বালিকা)

সমাজসেবা অধিদফতর

ভর্তির প্রাথমিক তথ্য ফরম

(ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কো-অর্ডিনেটর কর্তৃক পূরণীয়)

কেস নং		আগমনের সময়		আগমনের তারিখ					
তথ্য প্রদানকারীর নাম:									
বয়স:		লিঙ্গ:	পুরুষ		মহিলা		শিশুর সাথে সর্ম্পক:		
তথ্য প্রদানকারীর (যিনি শিশুটিকে কেন্দ্রে নিয়ে এসেছেন) ঠিকানা:									
তথ্য প্রদানকারীর মোবাইল নম্বর:						মোবাইল নম্বর যাচাই	সঠিক	সঠিক নয়	
শিশু সম্পর্কিত তথ্যাবলী:									
নাম:						ডাকনাম (যদি থাকে)			
পিতার নাম:						জীবিত	হ্যাঁ	না	
মাতার নাম:						জীবিত	হ্যাঁ	না	
পিতামাতার অবর্তমানে অভিভাবকের নাম:									
মোবাইল নম্বর		নিজের		অন্যের		অন্যের হলে নাম			
শিশুর বয়স:		লিঙ্গ	ছেলে	মেয়ে	পেশা:	ছাত্র	কর্মজীবি	কিছু করে না	অন্যান্য:
ঠিকানা:									
শিশুর ধরণ :					শিশুর ঝুঁকি:				
ভর্তির কারণ :									

সুপারিশ (টিক দিন):

শিশুটি ঝুঁকিতে নেই, তাই তাকে ফেরত দেয়া দরকার		শিশুটির জরুরী চিকিৎসা দরকার		শিশুটিকে পর্যবেক্ষণে রাখা দরকার			
জরুরী মনস্তাত্ত্বিক সহায়তা দরকার		জরুরী খাদ্য দরকার		জরুরী নিরাপদ আশ্রয় দরকার		জরুরী নিরাপত্তা দরকার	
জরুরী থানায় জানানো দরকার		অন্যান্য:					

উল্লিখিত তথ্যগুলো সঠিক। (শিশু/অভিভাবক/তথ্যপ্রদানকারীর স্বাক্ষর/টিপ সই)	ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কোঅর্ডিনেটর এর সিলসহ স্বাক্ষর

অনুমোদনকারীর মন্তব্য:

শিশু সম্পর্কিত তথ্যাবলী পর্যালোচনাপূর্বক সুপারিশ অনুযায়ী শিশুটিকে

অভিভাবক /পিতামাতা/পিতা/মাতার নিকট ফেরত দেয়া হোক		শিশুটির ঝুঁকি নিরসনের জন্য জরুরী ব্যবস্থা গ্রহন করা হোক	
শিশুটিকে পর্যবেক্ষণে রাখা হোক			

অন্যান্য :

উপপ্রকল্প পরিচালকের সিলসহ স্বাক্ষর

ফরম নং-২

শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, -------------------(বালক/বালিকা)

সমাজসেবা অধিদফতর

শিশুর অধিকার সম্পর্কিত অবস্থা

(ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট ইউনিট ও কেইস ম্যানেজমেন্ট ইউনিটে ব্যবহারের জন্য)

কেস নং		আইডি নং :		তারিখ:	
ঝুঁকির মাত্রা নিরুপনের মাপকাঠি : ০= সর্বোচ্চ, ১ = বেশী, ২= মোটামুটি, ৩= কিছুটা, ৪ = কম, ৫= নেই।					

	শিশুর অধিকার	আছে/হ্যাঁ	নাই/না	শিশু সুরক্ষা সম্পর্কিত অবস্থা (একাধিক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে)	ঝুঁকির মাত্রা: মাপকাঠি	ঝুঁকির মাত্রা: টিক দিন (√)
পরিচয়	জন্মনিবন্ধন			জন্মনিবন্ধন সনদ আছে	৫	
				জন্মনিবন্ধন আছে, সনদ নেই	২	
				জন্মনিবন্ধন নেই	০	
অভিভাবক	পিতামাতা উভয়ে			পিতামাতাহীন	০	
				পিতামাতা বর্তমান	৫	
	পিতা জীবিত			পিতা অথবা পিতা ও সৎ মাতা	৩	
	অভিভাবকহীন			কোন প্রতিষ্ঠান	৩	
	মাতা জীবিত			মাতা অথবা মাতা ও সৎ পিতা	২	
	চাচা/ফুফু/দাদা/দাদী/মামা/খালা/নানা/নানী/অন্যান্য			নিকট আত্মীয়/অনাত্মীয়	১	
বাসস্থান	দিনে ও রাতে থাকার ব্যবস্থা			পিতা-মাতার সাথে বাড়ীতে থাকে	৫	
				পিতা-মাতার সাথে রাস্তায় থাকে/ কোন প্রতিষ্ঠানে থাকে	৪	
				পিতা /মাতার সাথে রাস্তায় থাকে	৩	
				বাড়িতে অভিভাবকহীন দিনে/ রাতে একা থাকে	৩	
				নিকট আত্মীয়/অনাত্মীয়র বাড়িতে থাকে	২	
				আত্মীয়/অনাত্মীয়র সাথে রাস্তায় থাকে	১	
				পথে একা থাকে	০	
অভিবাসন	অভিবাসন ঘটেছে			অভিবাসন ঘটে নাই	৫	
				নিজ পরিবারের সাথে অভিবাসন ঘটেছে	৪	
				আত্মীয়ের সাথে অভিবাসন করেছে	৩	
				অন্যদের সাথে অভিবাসন করেছে	২	
				নিজেই অভিবাসন করেছে	০	

	শিশুর অধিকার	আছে/হাঁ	নাই/না	শিশু সুরক্ষা সম্পর্কিত অবস্থা (একাধিকক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে)	ঝুঁকির মাত্রা	
					মাপকাঠি	টিক দিন (√)
খাদ্য	নিয়মিত খাবার পায়			তিন বেলা খাবার পায়	৫	
				দুই বেলা খাবার পায়	৪	
				এক বেলা খাবার পায়	৩	
				অনিয়মিত খাবার পায়	২	
				স্বাস্থ্যকর খাবার নয় (বাসী, পচা, উচ্ছিষ্ট)	১	
স্বাস্থ্যসেবা	অসুস্থ হলে সঠিক চিকিৎসা সুবিধা পায়			অসুস্থ হলেই হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা পায়	৫	
				অসুস্থ হলেই রেজি: ডাক্তার থেকে চিকিৎসা পায়	৪	
				অসুস্থ হলেই ডিস্পেন্সারী থেকে চিকিৎসা পায়	৩	
				অসুস্থ হলে কবিরাজ বা ঝাড়ফুঁক থেকে চিকিৎসা পায়	২	
				কোন স্বাস্থ্য সেবা পায়না	১	
				মাদকাসক্ত	০	
শিক্ষা	শিক্ষা গ্রহণ করছে			আনুষ্ঠানিক শিক্ষার নিয়মিত ছাত্র (স্কুল, মাদ্রাসা, কারিগরী)	৫	
				উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ছাত্র (স্বাক্ষরতা কর্মসূচীর আওতাভুক্ত)	৪	
				কমপক্ষে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেছে	৩	
				শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া	২	
				সাক্ষর (সাধারণ বাক্য পড়ে বুঝতে পারে ও লিখতে পারে)	১	
				নিরক্ষর	০	
শ্রম	শিশু শ্রমিক			শ্রমিক নয়	৫	
				বাসা / বাড়িতে কাজ করে	২	
				সাধারণ কাজ করে	১	
				ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করে	০	
নির্যাতন ও শোষণ	নির্যাতন ও শোষণ এর শিকার			নির্যাতন ও শোষণ এর শিকার নয়	৫	
				অর্থনৈতিক শোষনের শিকার	৩	
				ইভ টিজিং এর শিকার	২	
				যৌন নির্যাতনের শিকারের সম্ভাবনা রয়েছে	১	
				শারীরিক/মানসিক/যৌন নির্যাতনের শিকার	০	
আইন	আইনী সহায়তা পায়			আইনী সংস্পর্শে জড়িত নয়	৫	
				সমস্যায় পড়লে আইনি সহায়তা পায়	৪	
				আইনী সংস্পর্শে জড়িত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে	৩	
				মাদক বহনকারী হিসেবে জড়িত	২	
				পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার	১	
				আইনী সংস্পর্শে জড়িত কিন্তু আইনি সহায়তা পায় না	১	
				পাচার থেকে উদ্ধার	০	
	ঝুঁকির মাত্রা :					

ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কোঅর্ডিনেটর/ কেইস ম্যানেজারের সীলসহ স্বাক্ষর

ফরম নং-৩

শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, --------------- (বালক/ বালিকা)

সমাজসেবা অধিদফতর।

জরুরী সেবা এ্যাসেসমেন্ট

কেস নং:						সময়:					তারিখ:				২	০		

ক) স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষন:

সুস্থ	অসুস্থতার ধরন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	লক্ষণ (যদি থাকে)	প্রয়োজনীয় সেবা

পদক্ষেপ:

প্যারামেডিক্স এর সীলসহ স্বাক্ষর

খ) মানসিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ (টিক দিন):

ভাষা	স্পষ্ট		বোঝা যায়		জড়তা আছে		এলোমেলোভাবে বলে	
শ্রবণ ক্ষমতা	স্পষ্ট শুনতে পায়		কম শুনতে পায়		কিছুকিছু শুনতে পায়		শুনতে পায় না	
যোগাযোগের ক্ষমতা (উত্তর দিতে পারা)	সামঞ্জস্যপূর্ণ		কিছুটা সামঞ্জস্যপূর্ণ		না বুঝে বলে		চুপ থাকে	
মেজাজ	শান্ত		কম রাগী		বেশি রাগী		বদমেজাজি	
আচরণ ও মানসিক অবস্থা	স্বাভাবিক		নির্লিপ্ত		আচরণগত সমস্যাগ্রস্থ		মানসিক রোগগ্রস্থ	
অন্যান্য								

পদক্ষেপ:

সাইকোলজিস্ট এর সীলসহ স্বাক্ষর

গ) ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন :

সোশ্যাল ওয়ার্কার এর সীলসহ স্বাক্ষর

সুপারিশ:

ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কো-অর্ডিনেটর এর সীলসহ স্বাক্ষর

অনুমোদনকারীর মন্তব্য:

জরুরী ভিত্তিতে কেন্দ্রে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হোক		জরুরী ভিত্তিতে সরকারী হাসপাতালে প্রেরণ করা হোক	
আচরণগত সমস্যা কমিয়ে আনার ব্যবস্থা নেয়া হোক		শিশুর নিজ জেলার আওতাভুক্ত .... কেন্দ্রে পাঠানো হোক	
থানার মাধ্যমে নেয়া/জিডি করা হোক		কেন্দ্রে নিবন্ধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক	

অন্যান্য (যদি থাকে):

উপপ্রকল্প পরিচালক এর সীলসহ স্বাক্ষর

ফরম নং-৪

শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র , -------------------(বালক/বালিকা)

সমাজসেবা অধিদফতর

ছবি

নিবন্ধীকরণ ফরম

কেস নং :			তারিখ:		
শিশুর নাম:			ডাকনাম (যদি থাকে):		
শিশুর বয়স:			লিঙ্গ:	ছেলে	মেয়ে
সনাক্তকরণ চিহ্ন:			চোখের রং:		
পিতার নাম:		বয়স:		পেশা:	
মাতার নাম:		বয়স:		পেশা:	
অভিভাবকের নাম:		বয়স:		পেশা:	

স্থায়ী ঠিকানা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):	প্রযত্নে					
	গ্রাম/বাসা:		ইউনিয়ন/রোড/ব্লক:		থানা/ডাকঘর:	
	উপজেলা/সিটি:		জেলা:		ফোন:	
শিক্ষাগত যোগ্যতা	নিরক্ষর		সাক্ষর		প্রাথমিক/এবতেদায়ী	
	মাধ্যমিক/দাখিল		উচ্চ মাধ্যমিক/আলীম		ভকেশনাল (ট্রেড):	
	অন্যান্য:					
শিশুর ধরণ:	ঝুঁকির ধরণ:		কাজের ধরণ (প্রজোয্য ক্ষেত্রে):			
কেন্দ্রে আসার কারণ:						
কেইস ম্যানেজারের মন্তব্য:						

সকল তথ্যাদি সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে		শিশুর কাছ থেকে পাওয়া দ্রব্যাদি:	
শিশুর তত্ত্বাবধানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম:		পদবী:	

দিবাকালীন সেবা প্রদান করা যেতে পারে		রাত্রিকালীন সেবা প্রদান করা যেতে পারে		সার্বক্ষনিক সেবা প্রদান করা যেতে পারে	

শিশুটির জন্য ---------------- নং সিটে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে	প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে:	হ্যা	না
অন্যান্য :			

কেস ম্যানেজারের সীলসহ স্বাক্ষর

উপপ্রকল্প **পরিচালকের মন্তব্য:**	সকল তথ্যাদি (ভর্তির প্রাথমিক তথ্য ফরম, জরুরী সেবা এ্যাসেসমেন্ট ও কেইস ম্যানেজারের মন্তব্য) যাচাই পূর্বক শিশু -- কে দিবাকালীন/রাত্রিকালীন/সার্বক্ষনিক সেবা প্রদানের জন্য অনুমোদন দেয়া হলো এবং শিশুটির সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের নির্দেশ প্রদান করা হলো।

শিশুটির আইডি নং --------------------------------	তারিখ:	
বিশেষ নির্দেশনা (যদি থাকে)		

উপপ্রকল্প পরিচালকের সীলসহ স্বাক্ষর

ফরম নং-৫

শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, --------------- (বালক/ বালিকা)
সমাজসেবা অধিদফতর।

কেস কনফারেন্স রিপোর্ট

কেস কনফারেন্স নং	কেস কনফারেন্স তারিখ :
আইডি নং	কেস কনফারেন্সের সময়সীমা :
পরিচালনাকারীর নাম :	পদবী : কেস ম্যানেজার/ দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি

উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ :

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	স্বাক্ষর

কেস এ্যাসেসমেন্ট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের পর্যালোচনা:

সেবা প্রদান সম্পর্কিত সিদ্ধান্তসমূহ :

সেন্টারে অবস্থানের মেয়াদ	
শিশু সুরক্ষা	
মনস্তাত্ত্বিক সেবা	
স্বাস্থ্য সেবা	
শিক্ষা	
অন্যান্য	

মন্তব্য (যদি থাকে) :

প্রস্তুতকারীর নাম :

পদবী : কেইস ম্যানেজার/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী

স্বাক্ষর :

ফরম নং-৬

শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, --------------- (বালক/ বালিকা)
সমাজসেবা অধিদফতর।

সেবা পরিকল্পনা তারিখ :
(কেইস ম্যানেজার কর্তৃক পূরণীয়)

সেবাসমূহ	সুনির্দিষ্ট কাজ	মেয়াদ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী/ সহায়তাকারী	সেবা প্রদানের পর শিশুর অবস্থা
স্বাস্থ্য সেবা				
মনোসামাজিক সেবা				
শিক্ষা				
জীবন দক্ষতা উন্নয়ন				

শিশুর মন্তব্য:		
স্বাক্ষর (কেইস ম্যানেজার)	স্বাক্ষর/টিপসই (শিশু)	স্বাক্ষর (উপপ্রকল্প পরিচালক)

শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র , --------------------(বালক/ বালিকা)
সমাজসেবা অধিদফতর

পরিস্থিতি পর্যালোচনা (পরিবারে)

(পরিবার চিহ্নিতকরণ, বাড়ি পরিদর্শন ও সামাজিক অনুসন্ধান)

আইডি নং ঃ		তারিখ :	

১। পিতামাতার অবস্থানের ঠিকানা :

২। আত্মীয় বা অভিভাবকের অবস্থানের ঠিকানা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

৩। পরিবার চিহ্নিতকরণ :

পরিবার চিহ্নিতকরণে কেন্দ্র থেকে বাড়ির দুরত্ব, যাতায়াত ব্যবস্থা, সহায়তাকারীর পরিচিতি (প্রজোয্য ক্ষেত্রে) ইত্যাদি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে হবে। পরিবার চিহ্নিতকারীর নাম,স্বাক্ষর,পদবী ও তারিখ ঃ

৪। পরিবার /বাড়ি পরিদর্শন:

তারিখ	পারিবারিক অবস্থা	আর্থসামাজিক অবস্থা	পিতামাতা / অভিভাবকের মন্তব্য
	পরিবারের সদস্য সংখ্যা ঃ শিশুটির অবস্থান ঃ সদস্যদের পেশা ও কাজ ঃ	বাড়ি/ঘরের ধরণ ঃ ভাড়া/নিজের ঃ পরিবারের সদস্য ভিত্তিক আয় ঃ জমির পরিমান (যদি থাকে) ঃ	শিশুটির ফেরত নেয়ার ব্যাপারে সবল দিক ঃ দূর্বল দিক ঃ করণীয় ঃ
পরিদর্শনকারীর মন্তব্য ও স্বাক্ষর :			

৫। স্থানীয় শিশু সুরক্ষা কমিটির সাথে যোগাযোগ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

তারিখ	যোগাযোগ ব্যবস্থা	কমিটির পক্ষে সাক্ষাতদানকারী সদস্য	শিশুটিকে পুনঃএকীকরণে সহায়তা প্রদান করবেন	শিশুটির সুরক্ষার ব্যাপারে কি কি পদক্ষেপ নেবেন	যোগাযোগ দানকারীর মন্তব্য
সুরক্ষা কমিটির সভাপতি/সদস্য সচিব/সদস্যের স্বাক্ষর ও তারিখ :					

৬। স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

তারিখ	যে সব প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে তার তালিকা	প্রধান শিক্ষক /কমিটির মন্তব্য	শিশু ভর্তির ব্যাপারে কি কি পদক্ষেপ নেবেন

৭। ইউনিয়ন/ স্থানীয় স্বাস্থ্য সেবা ক্লিনিকে/ প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

তারিখ	প্রতিষ্ঠানের নাম	শিশু /পরিবারকে কি কি ধরণের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করবে	শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যাপারে কি পদক্ষেপ নেবে	দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তির স্বাক্ষর

(ক) যোগাযোগকারীর সুপারিশ ও মন্তব্য :

সুপারিশ	শিশুটিকে পুনঃএকীকরণ করা যেতে পারে - পরিবারে/ আত্মীয়ের কাছে/ অন্যান্য (উল্লেখ করুন):
মন্তব্য	

যোগাযোগকারীর স্বাক্ষর :

(খ) অনুমোদনকারীর মন্তব্য :

উপরোল্লিখিত তথ্যসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক শিশু -- কে পুন:একীকরণ পূর্ববর্তী কেস কনফারেন্স এর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করা হলো।

উপপ্রকল্প পরিচালক এর সীলসহ স্বাক্ষর :

ফরম নং-৮

শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র , -------------------(বালক/ বালিকা)
সমাজসেবা অধিদফতর

হস্তান্তর প্রক্রিয়া বিষয়ক সুরক্ষা কমিটির সভা

আইডি নং: তারিখ :

১। কমিটির সদস্যের উপস্থিতি :

ক্রম: নং	নাম	পদবী

২। কমিটির সভায় আলোচ্য বিষয় :

ক) শিশুটির নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও সহায়তা প্রদান,
খ) শিশুর সার্বিক উন্নয়নের পদক্ষেপ খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি,
গ) শিশুটির স্থায়ীভাবে নিজ বাড়ীতে অবস্থানের ব্যবস্থাকরণ,
ঘ) পিতমাতা/অভিভাবকের সম্মতি আদায়,
ঙ) হস্তান্তরের প্রক্রিয়া সম্পন্ন ও অঙ্গীকার পত্র,
চ) শিশু অধিকার লঙ্ঘন বা নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে রিপোর্টিং প্রক্রিয়া (শিশুটি কাকে/কাদেরকে অবহিত করবে)।

সিদ্ধান্তসমূহ :

ক্রম: নং	সিদ্ধান্ত

উপরোল্লিখিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক শিশুটিকে তার পিতামাতা/অভিভাবকের কাছে হস্তান্তর করা হবে– হ্যাঁ / না।

উত্তর হ্যাঁ হলে হস্তান্তরের তারিখ :	সময় :	স্থান :
উত্তর না হলে কারণ :		
পরামর্শ : কমিটির সভাপতির স্বাক্ষর :		

ফর্‌ম নং-৯

শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র , --------------------(বালক/বালিকা)

সমাজসেবা অধিদফতর

<u>শিশু হস্তান্তরের অঙ্গিকারপত্র</u>

আইডি নং:

নাম :-- পিতা : --

মাতা : -- অভিভাবক:---

জন্ম তারিখ (জন্ম নিবন্ধন অনুযায়ী) ----------------------------------- বয়স :--------------------------------------

ঠিকানা : গ্রাম/মহল্লা :-- ইউনিয়ন-------------------------------------

ডাকঘর : ---------------------------- থানা / উপজেলা :-------------------------------জেলা :------------------

তার নামে ------------------------------------ থানায় জিডি /মামলা আছে /নাই (যার নং--------------------------) । গত ------------------ তারিখে তাকে-- কারণে কেন্দ্রে ভর্তি করা হয় । কেন্দ্রে সে নিম্নলিখিত সেবা পেয়েছে :

-- ।

শিশু --- কে ----------------------- ইং তারিখ তার পিতা /মাতা /অভিভাবক -- এর কাছে সুস্থ শারীরিক ও মানসিক অবস্থায় হস্তান্তর করা হলো ।

শিশু গ্রহণকারীর স্বাক্ষর :		শিশু হস্তান্তরকারীর স্বাক্ষর :	
নাম :		নাম :	
পেশা:	পদবী:	পেশা:	পদবী:
মোবাইল:		মোবাইল:	

শিশু গ্রহনকারীর পক্ষে সাক্ষীর নাম, পদবী ও ঠিকানা :	উপপ্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষর ও তারিখ:
১.	নাম:
২.	পদবী:

ফরম নং- ১০

শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র , -------------------(বালক/ বালিকা)

সমাজসেবা অধিদফতর

ফলোআপ

আইডি নং :		তারিখ :	

শিশুর নাম : ----------------------------------- পিতা/মাতা/অভিভাবকের নাম --------------------------------------

ঠিকানা : ---

শিশুটির অবস্থান : হস্তান্তরের ঠিকানায় আছে ☐ নাই ☐

উত্তর না হলে কোথায় আছে এবং কেন? ---

--- ।

শিশুর বর্তমান অবস্থা	খুব ভলো-৫	ভালো -৪	মোটামুটি-৩	কোন রকম-২	মোটেও ভাল নেই-১
শিশুটি কেমন আছে ?					
পরিবারে গ্রহণযোগ্যতা					
পরিবারে শিশুর সাথে ব্যবহার					
খাবারের ব্যবস্থা					
থাকার ব্যবস্থা					
স্বাস্থ্যসেবা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)					
নিরাপত্তা (শারীরিক/মানসিক/সামাজিক)					
শিক্ষা গ্রহণ (স্কুলে ভর্তি)					
সহপাঠীদের সাথে সম্পর্ক					
প্রতিবেশীদের সাথে সম্পর্ক					
সুরক্ষা কমিটির সাথে সম্পর্ক					
স্থানীয় সরকার কর্তৃক সহায়তা :					
এনজিও কর্তৃক সহায়তা :					

মন্তব্য :

ফলোআপকারীর স্বাক্ষর :

নাম: --

পদবী : --

তারিখ : --

ফরম নং- ১১

শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র , --------------------(বালক/ বালিকা)
সমাজসেবা অধিদফতর

রেফারেল ফরম

(এক কপি কেন্দ্রে সংরক্ষিত হবে এবং অন্য কপি সেবা প্রতিষ্ঠানের জন্য)

<table>
<tr><td rowspan="4">শিশুকে রেফার :</td><td colspan="3">সেবাদানকারী কর্তৃপক্ষের নাম :
(হাপাতাল/চিকিৎসা কেন্দ্র/অন্যান্য)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">যোগাযোগকারীর নাম :</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">পূর্ণ ঠিকানা :</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">টেলিফোন নাম্বার :</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>আইডি নং :</td><td></td><td>রেফারের তারিখ :</td><td></td><td>রেফারেল রেজিষ্টারে ক্রমিক নং</td><td></td></tr>
<tr><td>শিশুর নাম :</td><td colspan="2"></td><td>বয়স :</td><td colspan="2">লিঙ্গ : ছেলে / মেয়ে</td></tr>
<tr><td>পিতার নাম :</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>পূর্ণ ঠিকানা :</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>শিশুর সমস্যার বিবরণ :</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>কেন্দ্র থেকে গৃহীত পদক্ষেপের সংক্ষিপ্ত বিবরন :</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>রেফারের কারণ :</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

শিশুটির সহচর (শেপরন) হিসেবে জনাব ------------------------------------ পদবী ---------------------------------- কে সেবা প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যাবার জন্য দায়িত্ব প্রদান করা হলো।

রেফারকারীর স্বাক্ষর ও সীলমোহর :	শেপরনের নাম: স্বাক্ষর : পদবী : তারিখ:	উপপ্রকল্প পরিচালক (স্বাক্ষর ও সীল মোহর)

বি:দ্রঃ প্রয়োজনীয় সকল তথ্যের জন্য শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে যোগাযোগ করবেন।

ফরম নং- ১২

শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র , -------------------(বালক/বালিকা)

সমাজসেবা অধিদফতর

স্কুলে ভর্তির প্রাথমিক তথ্য ফরম

আইডি নং : তারিখ :

প্রাথমিক শিক্ষাগত যোগ্যতা যাচাই এর প্রেক্ষিতে ভর্তির জন্য উপযুক্ত শ্রেনী:	আনুষ্ঠানিক স্কুলের ------------------------------- শ্রেনী।
যে প্রতিষ্ঠানের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে:	
স্কুলের নাম	
কেন্দ্র থেকে দুরত্ব	
যাতায়াত ব্যবস্থা : হেঁটে/অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	
স্কুলে ভর্তির সুযোগ আছে কি? হ্যাঁ/ না	
এ স্কুলে কেন্দ্রের অন্য শিশু ভর্তি আছে কি? হ্যাঁ/না	
হ্যাঁ হলে কতজন	
স্কুলের এমন কোন পূর্ব ঘটনা আছে কি যাতে শিশুর অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে:	
শাস্তি প্রদান /নির্যাতন/অবহেলা/নিরাপত্তা বিঘ্নিত/অন্যান্য	
ভর্তি হলে স্কুল থেকে কি কি সহায়তা প্রদান করবে: বইপত্র/বিনা বেতন/অন্যান্য	
শিশু সম্পর্কে শিক্ষকগণের আগ্রহ ও সহায়তা প্রদান সম্পর্কে মন্তব্য	

তথ্য গ্রহণকারীর মন্তব্য :

শিশু -- কে -- স্কুলের --------------- শ্রেণীতে ভর্তি করা যেতে পারে ।

স্বাক্ষর ও তারিখ :

নাম :

পদবী : এডুকেটর/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

অনুমোদনকারীর মন্তব্য :

উপপ্রকল্প পরিচালক

স্বাক্ষর ও তারিখ

ফরম নং-১৩

শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র , -------------------(বালক/ বালিকা)
সমাজসেবা অধিদফতর

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভর্তির প্রাথমিক তথ্য ফরম

আইডি নং : তারিখ :

প্রশিক্ষন কেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা					
পরিচালনায়: সরকারি/বেসরকারি/ অন্যান্য (উল্লেখ করুন)					
কেন্দ্র থেকে দুরত্ব					
যাতায়াত ব্যবস্থা					
শিশুর জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ট্রেডের নাম					
মেয়াদ					
কোর্স ফি (সর্বমোট)					
ভর্তির সুযোগ (আসন সক্ষমতা)					
বৃত্তি সুবিধা					
কেন্দ্রের অন্য শিশু ভর্তি থাকলে শিশুর সংখ্যা					
ট্রেড (শিশুর চাহিদা অনুযায়ী)					
প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এমন কোন পূর্ব ঘটনা আছে কি যাতে শিশুর অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে:	শাস্তি প্রদান	নির্যাতন	নিরাপত্তা বিঘ্নিত	অবহেলা	অন্যান্য
ট্রেড কোর্স সম্পন্ন করার পর যে যে প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ পাবার সম্ভাবনা রয়েছে :					

তথ্য গ্রহণকারীর মন্তব্য:

শিশু--- কে --- প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে---------------------------- ট্রেড কোর্সে ভর্তি করা যেতে পারে। কারণ:--
----
-- ।

লাইফস্কীল ট্রেইনার কাম জব প্লেসমেন্ট অফিসার এর সীলসহ স্বাক্ষর :

অনুমোদনকারীর মন্তব্য : ---
--.

উপপ্রকল্প পরিচালক এর সীলসহ স্বাক্ষর :

শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, -------------------
সমাজসেবা অধিদফতর

ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট ইউনিটে সেবা প্রদানকৃত শিশুর প্রতিবেদন

মাসের নাম :

কেন্দ্রে আসার মাধ্যম	গত মাস পর্যন্ত ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট ইউনিটে ভর্তিকৃত শিশুর সংখ্যা			চলতি মাসে ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট ইউনিটে ভর্তিকৃত শিশুর সংখ্যা			চলতি মাসে ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট ইউনিট থেকে পরিবার/আত্মীয়/অন্য কোন সেবা প্রতিষ্ঠানে প্রেরণকৃত শিশু			চলতি মাসে সেন্টারে নিবন্ধনকৃত শিশুর সংখ্যা			বর্তমানে ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট ইউনিটে অবস্থানকৃত শিশুর সংখ্যা		
	ছেলে শিশু	মেয়ে শিশু	মোট শিশু	ছেলে শিশু	মেয়ে শিশু	মোট শিশু	ছেলে শিশু	মেয়ে শিশু	মোট শিশু	ছেলে শিশু	মেয়ে শিশু	মোট শিশু	ছেলে শিশু	মেয়ে শিশু	মোট শিশু
শিশু নিজে															
কোন বয়স্ক ব্যক্তির মাধ্যমে															
টেলিফোন/মোবাইলের মাধ্যমে															
পুলিশ বা আইনি সহায়তায়															
কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক															
আউটরিচ ওয়ার্কারের মাধ্যমে															
মোট শিশু															

রিপোর্টিং ফরমেট -২

শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র , --------------------
সমাজসেবা অধিদফতর

শিশুর ধরণ অনুযায়ী প্রতিবেদন

মাসের নাম : --------------------

শিশুর ধরণ	পূর্ববর্তী/গত মাসে কেন্দ্রে অবস্থানকৃত শিশুর সংখ্যা			চলতি মাসে নিবন্ধনকৃত শিশুর সংখ্যা			চলতি মাসে পূণ:একীকরণ/ পুর্নবাসনকৃত শিশুর সংখ্যা			বর্তমানে কেন্দ্রে অবস্থানরত শিশুর সংখ্যা		
	ছেলে শিশু	মেয়ে শিশু	মোট শিশু	ছেলে শিশু	মেয়ে শিশু	মোট শিশু	ছেলে শিশু	মেয়ে শিশু	মোট শিশু	ছেলে শিশু	মেয়ে শিশু	মোট শিশু
পথ শিশু												
শ্রমে নিয়োজিত শিশু												
কর্মজীবী শিশু												
গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশু												
পিতামাতাহীন শিশু												
পিতা/ মাতাহীন শিশু												
পিতামাতার যত্ন বা তত্বাবধানহীন												
আইনের সংস্পর্শে আসা												
বাল্য বিবাহের শিকার												
পাচার হতে উদ্ধারকৃত												
দূর্ঘটনার শিকার												
অন্য কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রেরিত												
হারিয়ে যাওয়া/ পালিয়ে আসা												
নির্যাতন ও শোষনের শিকার												
প্রতিবন্ধী শিশু												
অন্যান্য												
মোট শিশু												

রিপোর্টিং ফরমেট-৩

শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র , --------------------

সমাজসেবা অধিদফতর

মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মাসের নাম : ---------------------

শিশুর ধরণ	কেন্দ্রে মোট নিবন্ধনকৃত শিশুর সংখ্যা			মোট পুনঃএকীকরন/পুর্নবাসনকৃত শিশুর সংখ্যা			বর্তমানে কেন্দ্রে অবস্থানরত শিশুর সংখ্যা		
	ছেলে শিশু	মেয়ে শিশু	মোট শিশু	ছেলে শিশু	মেয়ে শিশু	মোট শিশু	ছেলে শিশু	মেয়ে শিশু	মোট শিশু
পথ শিশু									
শ্রমে নিয়োজিত শিশু									
কর্মজীবী শিশু									
গৃহ কর্মে নিয়োজিত শিশু									
পিতামাতাহীন শিশু									
পিতা/ মাতাহীন শিশু									
পিতামাতার যত্ন বা তত্ত্বাবধানহীন									
আইনের সংস্পর্শে আসা									
বাল্য বিবাহের শিকার									
পাচার হতে উদ্ধারকৃত									
দূর্ঘটনার শিকার									
অন্য কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রেরিত									
হারিয়ে যাওয়া/ পালিয়ে আসা									
নির্যাতন ও শোষনের শিকার									
প্রতিবন্ধী শিশু									
অন্যান্য									
মোট শিশু									

রির্পোটিং ফরমেট-৪

শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, ------------
সমাজসেবা অধিদফতর

নিবাসী শিশুদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন

মাসের নাম :

প্রশিক্ষণ ট্রেডসমুহ	এ যাবৎ প্রশিক্ষন প্রাপ্ত শিশুর সংখ্যা			চলতি মাসে প্রশিক্ষন গ্রহণকৃত শিশুর সংখ্যা			প্রশিক্ষনের মেয়াদকাল
	ছেলে শিশু	মেয়ে শিশু	মোট শিশু	ছেলে শিশু	মেয়ে শিশু	মোট শিশু	
কম্পিউটার (অফিস ম্যানেজমেন্ট)							
মোবাইল সেট সার্ভিসিং							
ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রী সার্ভিসিং (টিভি, এসি, রেফ্রিজারেটর ইত্যাদি)							
সাইনবোর্ড/ব্যানার আর্ট							
প্যাকেজিং							
বিউটিফিকেশন প্রশিক্ষণ							
টেইলারিং							
ব্যাগ তৈরী (কাপড়/চামড়া)							
সূচি শিল্প/কারচুপি							
ব্লক বাটিক							
নকশি কাঁথা							
শো-পিস তৈরী							
জুতা তৈরী							
টুপি তৈরী							
বুক বাইন্ডিং							
ফুড ক্যাটারিং ও বেকারি আইটেম							
পারিবারিক সবজি চাষ							
কাগজের ঠোঙ্গা তৈরী							
স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে অন্যান্য প্রশিক্ষণ							
মোট							

লাইফস্কিল ট্রেইনার কাম জব প্লেসমন্ট অফিসার/
ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টর

উপপ্রকল্প পরিচালক
স্বাক্ষর ও সিল

রিপোর্টিং ফরমেট-৫

শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, --------------------------

সমাজসেবা অধিদফতর

কেন্দ্রের সার্বিক কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রতিবেদন

সেবা	সেবা/কার্যক্রমের ধরণ	ছেলে শিশু	মেয়ে শিশু	মোট শিশু	মন্তব্য
ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট ইউনিট	ভর্তিকৃত শিশুর সংখ্যা				
নিবন্ধনকৃত শিশু	জেলা স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত				
স্বাস্থ্য সেবা	সরকারি হাসপাতাল				
	ক্লিনিক/বেসরকারি হাসপাতাল				
	সেন্টার কর্তৃক				
শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ	আনুষ্ঠানিক শিক্ষা				
	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা				
	কারিগরি প্রশিক্ষণ				
পুণঃএকীকরণ					
জীবন দক্ষতা উন্নয়ন	শিশুর সংখ্যা				
চাকুরিতে নিয়ুক্তকরণ	(প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম)				
সভা	জেলা স্টিয়ারিং কমিটি				
	সেন্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি				
অন্যান্য তথ্য (যদি থাকে)					

উপপ্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষর ও সীল:

সংযোজনী - ৫

রেজিষ্টার নং -১

শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, --------------- (বালক/বালিকা)
সমাজসেবা অধিদফতর।

ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট রেজিস্টার

(ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কো-অর্ডিনেটর কর্তৃক পূরণীয়)

মাসের নাম :

কেস নং	শিশু চিহ্নিতকরণ				জরুরি সেবাপ্রদান				কেস কনফারেন্স		মন্তব্য	স্বাক্ষর
	শিশুর নাম	শিশুর ধরণ	ঝুকির ধরণ	তথ্য সংগ্রহকারী	স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ	পদক্ষেপ	মানসিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ	পদক্ষেপ	তারিখ	সিদ্ধান্ত/সুপারিশ		

রেজিষ্টার নং -২

শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, --------------- (বালক/বালিকা)
সমাজসেবা অধিদফতর।

নিবন্ধীকরণ রেজিস্টার

(কেইস ম্যানেজার কর্তৃক পূরণীয়)

ভর্তি নং	কেস গ্রহণ	নিবন্ধীকরণ	নাম	পিতা/ মাতার নাম	ঠিকানা	বয়স	লিঙ্গ	শিশুর ধরণ	ঝুকির ধরণ	নিবন্ধন ফরমে ডিপিডির সুপারিশ (দিবাকালীন/ রাত্রীকালীন/ সার্বক্ষণিক সেবা)	ঝুকির মাত্রা		পুণঃএকীকরণ/পুনর্বাসন	
	তারিখ/ সময়	তারিখ/ সময়									ভর্তির সময়	মেয়াদ শেষে	তারিখ	পরিবার/ প্রতিষ্ঠান/ অন্যান্য

রেজিষ্টার নং -৩

শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, --------------- (বালক/ বালিকা)
সমাজসেবা অধিদফতর।

পুণঃএকীকরণ ও পুর্নবাসন পরবর্তী ফলোআপ রেজিস্টার
(কেইস ম্যানেজার কর্তৃক পূরণীয়)

ক্রমিক নং	আইডি নং	ফলোআপের তারিখ	ফলোআপকারীর নাম	পর্যবেক্ষণ	পরবর্তী ফলোআপ	মন্তব্য
১.						
২.						

রেজিষ্টার নং -৪

শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, --------------- (বালক/ বালিকা)
সমাজসেবা অধিদফতর।

স্বাস্থ্য সেবা/ মনোসামাজিক সহায়তা/ অন্যান্য রেফারেল রেজিস্টার
(প্যারামেডিক্স/ সাইকোলজিস্ট/ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী কর্তৃক পূরনীয়)

ক্রমিক নং	তারিখ	আইডি নং	নাম	রেফাকৃত প্রতিষ্ঠান		রেফারের কারণ	রেফাকৃত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সেবা	শেপরন/গাইডের নাম	ডিপিডির স্বাক্ষর
				নাম	ঠিকানা				

রেজিষ্টার নং -৫

শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, --------------- (বালক/ বালিকা)
সমাজসেবা অধিদফতর।

স্কুলে ভর্তি সংক্রান্ত রেজিস্টার (এডুকেটর কর্তৃক পূরনীয়)

আইডি নং	শিশুর নাম	ভর্তিকৃত স্কুল		স্কুল প্রদত্ত সুবিধাসমূহ			যাতায়াতের মাধ্যম	মন্তব্য
		নাম	শ্রেণি	বইপত্র	বিনা বেতন	অন্যান্য		

রেজিষ্টার নং -৬

শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, --------------- (বালক/ বালিকা)
সমাজসেবা অধিদফতর।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভর্তি সংক্রান্ত রেজিস্টার
(লাইফস্কিল ট্রেইনার কাম জব প্লেসমেন্ট অফিসার কর্তৃক পূরনীয়)

আইডি নং	নিবাসীর বয়স	কেন্দ্রে ভর্তির তারিখ	ভর্তিকৃত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নাম	ভর্তিকৃত ট্রেডের নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রাপ্ত সুবিধাসমূহ		মন্তব্য
						উপকরণের বিবরণ	ভাতা/ফি'র পরিমান	

রেজিষ্টার নং -৭

শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, --------------- (বালক/ বালিকা)
সমাজসেবা অধিদফতর।

ষ্টক রেজিষ্টার

তারিখ	মালামালের বিবরণ	একক	চলতি অর্থ বছরের বরাদ্দ	পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত			প্রতিবেদন মাস				সর্বমোট			গ্রহণকারীর স্বাক্ষর	মন্তব্য
				ক্রয়/ গ্রহণ	সরবরাহ	মজুদ	ক্রয়/ গ্রহণ	সরবরাহ	মজুদ	যাকে সরবরাহ করা হলো*	ক্রয়/ গ্রহণ	সরবরাহ	মজুদ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬

বি : দ্রঃ খাদ্য ও খাদ্যজাত দ্রব্য, বিছানাপত্র, পোষাক ও শীতবস্ত্র এবং অন্যান্য যেকোন মালামাল সংরক্ষণের জন্য এই ছক ব্যবহার করতে হবে। ১১ নং কলাম খাদ্য ও খাদ্যজাত দ্রব্য ব্যতীত অন্যান্য মালামাল সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাজেট অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.msw.gov.bd

নং -৪১.০০.০০০০.০৪২.২০.০৬৬.১৬.৫৫

তারিখঃ ১৩ আষাঢ় ১৪২৩ / ২৭ জুন ২০১৬

বিষয়ঃ সার্ভিসেস ফর চিলড্রেন এট রিস্ক (স্কার) এবং প্রমোশন অব সার্ভিসেস এন্ড অপরচুনিটিস টু দি ডিসএ্যাবলড পারসনস্ ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের সমাপান্তে প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত কেন্দ্রসমূহ বাড়ীভাড়া, আউট সোর্স জনবল এবং চলমান খাদ্য সরবরাহের চুক্তিসমূহ অত্যাবশ্যকীয়ভাবে অব্যাহত রাখা প্রসঙ্গে।

সূত্র : ক. ৪১.০১.০০০০.০৮০.১৬.০০৬.১৪.৩৮১৪ তারিখ ১৯/০৬/২০১৬ সমাজসেবা অধিদফতর
খ. ৪১.০১.০০০০.০৮০.১৬.০০৬.১৪.৩৮১৩ তারিখ ১৯/০৬/২০১৬ সমাজসেবা অধিদফতর

উপর্যুক্ত বিষয় ও সুত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত বিশ্বব্যাংক সহায়তাপুষ্ট সার্ভিসেস ফর চিলড্রেন এট রিস্ক (স্কার) এবং জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন পরিচালিত প্রমোশন অব সার্ভিসেস এন্ড অপরচুনিটিস টু দি ডিসএ্যাবলড পারসনস্ ইন বাংলাদেশ প্রকল্প দুটি ৩০ জুন ২০১৬ সমাপ্ত হবে। প্রকল্প দু'টির আওতায় পরিচালিত যথাক্রমে ১১টি শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষন ও পুনর্বাসন কেন্দ্র এবং ৫০টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র জনবলসহ সরকারের রাজস্ব বাজেটে সাহায্য মঞ্জরী খাত হতে চলমান থাকবে মর্মে আগামী ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে, অন্তবর্তিকালীন সময়ের জন্য অত্যাবশ্যকীয়ভাবে চলমান রাখার স্বার্থে সার্ভিসেস ফর চিলড্রেন এট রিস্ক (স্কার) প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত ১১ টি শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষন ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নিবাসীদের আবাসনের জন্য ১৭টি বাড়ী ভাড়া চুক্তির মেয়াদ, নিবাসী শিশুদের খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরনে চুক্তিবদ্ধ ঠিকাদারের নিকট থেকে খাদ্য সরবরাহ চলমান রাখা এবং প্রমোশন অব সার্ভিসেস এন্ড অপরচুনিটিস টু দি ডিসএ্যাবলড পারসনস্ ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের মাধ্যমে পরিচালিত ৫০ টি কেন্দ্রের বাড়ীভাড়া চুক্তির মেয়াদ এবং প্রকল্প দু'টির মাধ্যমে আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োজিত জনবলের চুক্তির মেয়াদ নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে ১ জুলাই ২০১৬ থেকে অর্থাৎ আগামী ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অন্তবর্তিকালীন সময়ের জন্য বৃদ্ধির জন্য নির্দেশক্রমে অনুমোদন প্রদান করা হলো।

শর্তাবলী :

(ক) এ কার্যক্রম বাস্তবরায়নে সংশ্লিষ্ট সকল আর্থিক বিধি-বিধান প্রতিপালন করতে হবে;

(খ) ক্রয়ের ক্ষেত্রে The Public Procurement Act-2016 এবং The Public Procurement Rules -2008 যথাযথভাবে অনুসরন করতে হবে;

(গ) ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাজেট প্রাপ্তি ও অর্থ বিভাগের অনুমোদন সাপেক্ষে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বায়ত্বশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কোড নং-৩-২৯০৫-৪৭১২ এ 'শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র' এর '৫৯২৫ কল্যাণ অনুদান' উপখাত হতে শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহের ব্যয় এবং কোড নং -৩-২৯০৫-৩৪৯০ 'প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র' খাত থেকে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র থেকে অর্থ আর্থিক বিধি-বিধান প্রতিপালনপূর্বক পরিশোধ করা যাবে;

স্বাক্ষরিত/-
২৭/০৬/২০১৬
(নিরঞ্জন দেবনাথ)
উপসচিব (বাজেট) (অ. দা.)
ফোন ঃ ৯৫৪০২৩৩

১। মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর, আগারগাঁও, ঢাকা।

২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, মিরপুর, ঢাকা।

৩। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/(পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৪। প্রকল্প পরিচালক, সার্ভিসেস ফর চিলড্রেন এট রিস্ক (স্কার), সমাজসেবা অধিদফতর, আগারগাঁও, ঢাকা।

৫। প্রকল্প পরিচালক, প্রমোশন অব সার্ভিসেস এন্ড অপরচুনিটিস টু দি ডিসএ্যাবলড পারসনস্ ইন বাংলাদেশ, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, মিরপুর, ঢাকা।

৬। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৭। উপপ্রকল্প পরিচালক (সকল), সার্ভিসেস ফর চিলড্রেন এট রিস্ক (স্কার), সমাজসেবা অধিদফতর, আগারগাঁও, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা।
www.msw.gov.bd

নম্বর-৪১.০০.০০০০.০৩৪.০০১.১৮.১৬-৬৯৬

তারিখঃ ২১ ভাদ্র ১৪২৩
০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬

অফিস আদেশ

আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব এ কে এম ফজলুজ্জোহা (পরিচিতি নম্বর-৪৫৪৫)-কে সমাজসেবা অধিদফতরের সমাপ্তকৃত সার্ভিসেস ফর চিলড্রেন এট রিস্ক (SCAR) প্রকল্প যা বর্তমানে সাহায্য ও মঞ্জুরি খাতে স্থানান্তরিত শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহের কর্মসূচি পরিচালক হিসেবে পদায়ন করা হলো। তিনি মহাপরিচালক, সামজসেবা অধিদফতর এর সরাসরি নিয়ন্ত্রণে কার্যসম্পাদন করবেন।

০২। সাহায্য ও মঞ্জুরি খাতে শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচির কেন্দ্রভিওিক উপপরচিলাকগণ স্ব স্ব কেন্দ্রের আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসেবে মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর এর সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন কর্মসূচি পরচিালকের অধীনে দায়িত্বরত থাকবেন।

০৩। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

স্বাক্ষরিত/-
০৫/০৯/২০১৬
মোঃ ইলিয়াচ কবির
সহকারি সচিব (প্র-১)
ফোন-৯৫৪০৫৫০
Email:sasadmin1@msw.gov.bd

নম্বর-৪১.০০.০০০০.০৩৪.০০১.১৮.১৬-৬৯৬/১(১২)

তারিখঃ ২১ ভাদ্র ১৪২৩
০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬

সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যর্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নহে)।

০১। অতিরিক্ত সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সকল)
০২। মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর,আগারগাঁও, ঢাকা।
০৩। যুগ্মসচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় (সকল)।
০৪। যুগ্মসচিব (বাজেট ও আইসিট), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
০৫। প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
০৬। জনাব এ কে এম ফজলুজ্জোহা, উপসচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৭। উপসচিব/উপপ্রধান, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় (সকল)।
০৮। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৯। সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান, সমাজকল্যান মন্ত্রণালয় (সকল)।
১০। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সমাজকল্যাণ মন্ত্রনালয়, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
১১। উপপরিচালক, শেখ রাসেল শিশু-প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (সকল)।
১২। হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়/সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।

স্বাক্ষরিত/-
০৫/০৯/২০১৬
মোঃ ইলিয়াচ কবির
সহকারী সচিব(প্র-১)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাজেট অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.msw.gov.bd

নং-৪১.০০.০০০০.০৪২.২০.০৬৬.১৬.৮৮

তারিখঃ ২৪ আশ্বিন ১৪২৩ / ০৯ অক্টোবর ২০১৬

পরিপত্র

বিষয়ঃ সার্ভিসেস ফর চিলড্রেন এট রিস্ক (স্কার) ও প্রমোশন অব সার্ভিসেস এন্ড অপরচুনিটিস টু দি ডিসএ্যাবলড পারসনস্ ইন বাংলাদেশ (পিএসওডিবি) শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের কার্যক্রম সাহায্য মঞ্জুরী (কল্যাণ অনুদান) খাত হতে চালু রাখার অনুশাসন অনুসরন।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়িত সার্ভিসেস ফর চিলড্রেন এট রিস্ক (স্কার) শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের ১১টি শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র এবং প্রমোশন অব সার্ভিসেস এন্ড অপরচুনিটিস টু দি ডিসএ্যাবলড পারসনস্ ইন বাংলাদশ (পিএসওডিবি) শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের কার্যক্রম চালু রাখার জন্যে অর্থবিভাগ হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাজেটে সাহায্য মঞ্জুরী (কল্যাণ অনুদান) খাত হতে কর্মরত জনবল ও কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যথাক্রমে ২০.৫০ কোটি (কোড নং ৩-২৯০৫-৪৭১২-৫৯২৫) এবং ২৪.০০ কোটি (কোড নং ৩-২৯০৫-৩৪৯০-৫৯২৫) টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। উক্ত বরাদ্দ অনুযায়ী বিদ্যমান জনবল ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে গত ২১ জুলাই ২০১৬ তারিখ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক নিম্নোক্ত অনুশাসন অনুসৃত হবে।

১. সার্ভিসেস ফর চিলড্রেন এট রিস্ক (স্কার) এবং প্রমোশন অব সার্ভিসেস এন্ড অপরচুনিটিস টু দি ডিসএ্যাবলড পারসনস্ ইন বাংলাদশ (পিএসওডিবি) শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্প ০২ (দুই) টিএর কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে উভয় প্রকল্পের বিদ্যমান সকল জনবল স্ব স্ব পদে অর্থবিভাগের জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ এর আলোকে জারীকৃত পরিপত্র অনুযায়ী সাকুল্য বেতন গ্রেডে কর্মরত থাকবে।

২. পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে বিদ্যমান সাকুল্য বেতন গ্রেড অনুযায়ী সার্ভিসেস ফর চিলড্রেন এট রিস্ক (স্কার) শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের উপপ্রকল্প পরিচালকগণের পদবী ০১ জুলাই ২০১৬ থেকে উপপরিচালক হিসেবে গণ্য হবে এবং প্রমোশন অব সার্ভিসেস এ অপরচুনিটিস টু দি ডিসএ্যাবলড পারসনস ইন বাংলাদেশ (পিএসওডিবি) শীর্ষক সমাপ্ত উপপরিচালক (প্রকল্প) এর পরিবর্তে উপপরিচালক হিসেবে গণ্য হবে।

৩. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ০৫ সেপ্টেম্বর তারিখের ৪১.০০.০০০০.৩৪.০০১.১৮.১৬.৬৯৬ নং আদেশ অনুযায়ী শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের উপপরিচালকগন স্ব স্ব কেন্দ্রের আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসেবে মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতরের নিয়ন্ত্রণাধীন কর্মসূচি পরিচালকের অধীনে দায়িত্বরত থাকবেন।

২। জনস্বার্থে এ পরিপত্র জারী করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
০৯/১০/১৬
(জি.এম.আককাচ হোসেন)
উপসচিব (বাজেট) (অ.দা.)
ফোন ঃ ৯৫৪০২৩৩
gmakkas51@gmail.com

বিতরণ: (অগ্রাধীকারের ক্রমানুযায়ী নয়)

১। সিনিয়র সচিব, অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত সচিব (বাজেট-১), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।
৪। অতিরিক্ত সচিব (সকল), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, মিরপুর, ঢাকা।
৬। যুগ্মসচিব (বাজেট ও আইসিটি), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (পরিপত্রের কপি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
৭। পরিচালক (প্রশাসন), জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, মিরপুর, ঢাকা।
৮। কর্মসূচি পরিচালক, শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র/প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র।
৯। উপসচিব/উপপ্রধান (সকল), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।
১০। প্রতিমন্ত্রি মহোদয়ের একান্ত সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।
১২। সিনিয়র সহকারী সচিব/প্রধান, সহকারী সচিব/প্রধান, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় , বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৪। হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৫ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নম্বর ঃ ৪১.০০.০০০০.০৪২.২০.০৬৬.১৬-৫৩

তারিখঃ ০৭ ফাল্গুন ১৪২৩ / ২১ মার্চ ২০১৭

অফিস আদেশ

"শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (সাবেক স্কার)" এবং Promotion of Services and Opportunities to the Disabled Person in Bangladesh (PSODPB) শীর্ষক প্রকল্প দুটির অনুমোদিত আরডিপিপি'তে যে পদনাম রয়েছে তা বহাল রাখা হলো এবং এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ০৯ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখের ৪১.০০.০০০০.০৪২.২০.০৬৬.১৬-৮৮ সংখ্যক স্মারক মূলে জারীকৃত পরিপত্রের ২নং অনুশাসন নির্দেশক্রমে বাতিল করা হলো।

০২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

স্বাক্ষরিত/-
২১/০৩/২০১৭
(মোঃ মোস্তফা কামাল মজুমদার)
উপসচিব (প্রশাসন-৫ অধিশাখা)
ফোন ঃ ৯৫৭৬৩৬১

সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ-
(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুযায়ী নয়)

১। মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর, আগারগাঁও, ঢাকা।
২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, মিরপুর-১৪, ঢাকা।
৩। যুগ্মসচিব (বাজেট ও আইসিটি), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।
৪। কর্মসূচি পরিচালক, শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র এবং প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক (স্কার), সমাজসেবা অধিদফতর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৫। কর্মসূচি পরিচালক, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, মিরপুর, ঢাকা ।
৬। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। সচিবের একান্ত সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

সামাজিক নিরাপত্তা শাখা

বিষয় ঃ শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহের সার্বিক কার্যক্রম বিষয়ে পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ ও সময়	:	১৯ অক্টোবর, ২০১৭, বিকাল ৩.০০ টা
স্থান	:	জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের সভা কক্ষ, ইস্কাটন, ঢাকা।
সভার উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি সভার আলোচ্যসূচী উপস্থাপনের জন্য শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কর্মসূচী পরিচালককে অনুরোধ জানান। কর্মসূচী পরিচালক সভাকে জানান সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতা প্রসারের লক্ষ্যে সুবিধাবঞ্চিত ও ঝুঁকিতে থাকা শিশুদের সুরক্ষা ও তাৎক্ষনিক সেবা প্রদানের জন্য আগষ্ট, ২০১২-তে বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত "Services for Children at Risk (SCAR)" শীর্ষক প্রকল্পটির কার্যক্রম শুরু হয়। প্রকল্পটি ৩০ জুন ২০১৬ তে সমাপ্ত হয়। সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় বর্তমানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব বাজেটের সাহায্য মঞ্জুরী (কল্যাণ অনুদান) খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে নির্বাহ করা হচ্ছে।

০২। কর্মসূচী পরিচালক সভাকে আরো জানান বর্তমানে মোট ১২টি শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে (গাজীপুর, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, রংপুর, বরগুনা, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, কক্সবাজার ও জামালপুর জেলা শহরে স্থাপিত) ০৬ থেকে ১৮ বছরের পথ শিশু, কর্মজীবি শিশু, এতিম, মাতা-পিতা বা অভিভাবকের স্নেহবঞ্চিত, অন্যের বাড়িতে কাজে নিয়োজিত, পাচার থেকে উদ্ধার, নির্যাতনের শিকার ও হারিয়ে যাওয়া শিশুর সুরক্ষায় তাৎক্ষনিক আশ্রয়সহ প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া ১৪ বছর উর্ধ্ব শিশুদের আগ্রহ ও সক্ষমতার ভিত্তিতে বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করে পরিবার/নিকট আত্মীয়/বর্ধিত পরিবার/অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে পুণঃএকীকরণ/পুনর্বাসনের মাধ্যমে সমাজের মূলস্রোত ধারায় ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সেপ্টেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত উল্লিখিত ১২টি কেন্দ্রের মাধ্যমে মোট ৭,৯৫৮ জন শিশুকে সেবা প্রদান করা হয়েছে (ছেলে শিশু ৩,৮৮০ জন এবং ও মেয়ে শিশু ৪,০৭৮ জন) এবং ৬,০৩৯ জন (ছেলে শিশু ৩,০১৯ ও মেয়ে শিশু ৩,০২০) শিশুকে তাদের পরিবার, আত্মীয় কিংবা অন্য প্রতিষ্ঠানে পুণঃএকীকরন করা হয়েছে। বর্তমানে কেন্দ্রসমূহে মোট ১,৯১৯ জন অবস্থান করছে (ছেলে শিশু ৮৬১ জন ও মেয়ে শিশু ১,০৫৮ জন)।

০৩। কর্মসূচী পরিচালক সভাকে আরো জানান কেন্দ্রসমূহের প্রশাসনিক ও সেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন পদে অনুমোদিত ২৮৪ টি জনবলের বিপরীতে বর্তমানে মোট ২১০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত রয়েছে এবং ৭৪ টি পদ শূণ্য রয়েছে। কেন্দ্রের শূণ্য পদসমূহে জনবল নিয়োগে সম্মতি প্রদানের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে ডিও প্রদান করা হলেও এখনও সম্মতি পাওয়া যায়নি। ফলে জনবলের অভাবে কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে মর্মে কর্মসূচী পরিচালক সভাকে জানান। তিনি আরো বলেন SCAR প্রকল্পটি জুন ২০১৬ মাসে সমাপ্তির পর কেন্দ্রসমূহের জন্য নতুন আউট সোর্সড জনবল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের জন্য দরপত্র আহবান করা হলে হাইকোর্ট বিভাগে দায়ের করা রীট মামলার (নং-১৪৪৪৯/২০১৬) কারণে সেটি স্থগিত থাকে। ইতোমধ্যে জুলাই ২০১৭ মাস থেকে কেন্দ্রের অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্রদান কার্যক্রম চালু রাখার লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে সম্পূর্ন অস্থায়ী (মাস্টার রোল) দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে প্রতি কেন্দ্রে ০৬ জন করে সর্বমোট ৭৪ জন নিয়োজিত করা হয়েছে। তিনি কেন্দ্রসমূহের ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ বছরের আর্থিক কার্যক্রম ও ক্রয় কার্যক্রম বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। কেন্দ্রসমূহের নিবাসী শিশুদের বসবাসের জন্য স্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে দেশের পুরাতন ১৯টি জেলায় সরকারের অর্থায়নে "শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ" শিরোনামে একটি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করা হয়। স্থাপত্য অধিদফতর হতে একটি স্থাপত্য নকশা তৈরি করা হয়েছে যেটি বর্তমানে মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন শাখায় পরীক্ষাধীন রয়েছে মর্মে কর্মসূচী পরিচালক সভাকে অবহিত করেন।

৪। সচিব মহোদয়ের অনুমতিক্রমে বিভিন্ন কেন্দ্রে দায়িত্বরত উপপ্রকল্প পরিচালকগণ তাদের বক্তব্যে দায়িত্ব পালনে যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন সেগুলো তুলে ধরে দিক-নির্দেশনা কামনা করেন। তাছাড়া প্রয়োজনের নিরিখে শিশুদের কেন্দ্রে অবস্থানের মেয়াদ ৬ (ছয়) মাসের পরিবর্তে দুই বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করার যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। তাদেরকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নের পদক্ষেপ নেয়ার জন্য উপপরিচালকগণ নিবেদন করেন। তারাবিশেষ করে তাদের চাকুরী রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার জন্য অনুরোধ জানান।

৫। সচিব মহোদয় তাঁর বক্তব্যে বলেন, শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুর্নবাসন কেন্দ্রের নামটির সাথে সারা জাতীর আবেগের বিষয় জড়িত। এ প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে সুচারুরুপে পালন করতে হবে এবং বরাদ্দকৃত অর্থের দ্বারা সর্বোচ্চ সেবার মান নিশ্চিত করতে হবে। এ ব্যাপারে কোন প্রকার শৈথিল্য প্রদর্শন বা কেন্দ্রের শিশুদের সুরক্ষা বিষয়ে দায়িত্বে অবহেলার জন্য 'জিরো-টলারেন্স নীতি অবলম্বন করতে হবে। এছাড়া কেন্দ্র পরিচালনা নীতিমালাটিও দ্রুত চূড়ান্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন।

৬। বিস্তারিত আলোচনাশেষে সভায় নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক. কেন্দ্রসমূহের শৃঙ্খলা বজায় রাখা, বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে সেবার সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করতে হবে ;
খ. শিশুদের কেন্দ্রে অবস্থানের মেয়াদ ৬ মাস হতে ২ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে ;
গ. উপ-প্রকল্প পরিচালকদের প্রশিক্ষণের জন্য সমাজসেবা অধিদফতরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তিকরনের ব্যবস্থা নিতে হবে ;
ঘ. কেন্দ্রসমূহের পরিচালনা নীতিমালা দ্রুত চূড়ান্তকরণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;
ঙ. কেন্দ্রের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আন্তঃকেন্দ্র বদলীর ব্যবস্থা কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;
চ. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পদসমূহ রাজস্বখাতে স্থানান্তরের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৭। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
২২/০১/২০১৮
মোঃ জিল্লার রহমান
সচিব

নং-৪১.০০.০০০০.০৪৩.০৩.০২২.১৭-৫০

তারিখঃ ১১ মাঘ ১৪২৪ / ২৪ জানুয়ারী ২০১৮

বিতরণ কার্যার্থেঃ

০১। মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর, আগারগাঁও, ঢাকা।
০২। অতিরিক্ত সচিব (কার্যক্রম), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। উপসচিব (কার্যক্রম), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪। কর্মসূচি পরিচালক, শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, সমাজসেবা অধিদফতর, আগারগাঁও, ঢাকা।
০৫। উপপ্রকল্প পরিচালক, শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, গাজীপুর/চট্টগ্রাম/খুলনা/রাজশাহী/সিলেট/বরিশাল/রংপুর/ফরিদপুর/কুষ্টিয়া/বরগুনা/কক্সবাজার ও জামালপুর।

স্বাক্ষরিত/-
২৪/০১/২০১৮
(শেখ রবিউল ইসলাম)
সহকারী সচিব (সানিশা)
ফোন ঃ ৯৫৪০১৬৯
E-mail: skrabiulislam55@gmail.com